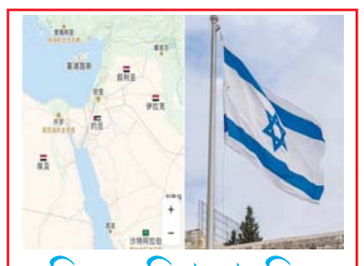

চিনের বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হল ইসরায়েলকে

সারে-জমিন

ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব অনুচিত: সিদ্দিকুল্লাহ

রূপসী বাংলা

ফিলিস্তিনিদের উৎপীড়নে ট্রাম্পকে ছাড়িয়েছেন বাইডেন

সম্পাদকীয়

পাগলা কুকুরের কামড়ে জখম ৪০ জন

গ্রাম-বাংলা

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১ নভেম্বর, ২০২৩
১৪ কার্তিক ১৪৩০
১৬ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

বাংলাদেশের শেষ আশা নির্মূল করে দিল পাকিস্তান

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 293 ■ Daily APONZONE ■ 1 November 2023 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

২ নভেম্বর এথিক্স কমিটির সামনে হাজির থাকবেন মহুয়া

আপনজন ডেস্ক: সংসদে প্রশ্ন করার জন্য বিজেপি কর্তৃক অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র লোকসভার এথিক্স কমিটিকে জানিয়েছেন তিনি ২ নভেম্বরের নির্ধারিত তারিখে সকাল ১১ টায় প্যানেলের সামনে হাজির হবেন। কারণ তাকে এটি করতে "বাধ্য" করা হচ্ছে। নির্ভরযোগ্যভাবে সূত্র থেকে ই খবর জানা গেছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলের বিমানে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়া মহুয়া মৈত্র কমিটিকে জানিয়ে দিয়েছেন, সমনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন। এই ঘটনা ঘটেছে যেদিন সাংসদ আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ তোলেন, যেখানে তিনি অভিযোগ করেন আদানি পোর্টসের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং-প্রকিউরমেন্ট-কনস্ট্রাকশন ঠিকাদারের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। উল্লেখ্য, এর আগে এথিক্স কমিটিকে জানিয়েছিলেন পাঠানো সমন অনুযায়ী ৩১ অক্টোবর হাজিরা দিতে পারবেন না। কারণ, তার নির্বাচনী এলাকায় পূর্ব নির্ধারিত কিছু বর্মসূচিতে তার হাজির থাকতে হবে।

কোভিড-১৯ পরীক্ষার সময় হাতানো তথ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন নেটে

চুরি হয়েছে ৮১.৫ কোটি ভারতীয়র আধার তথ্য!

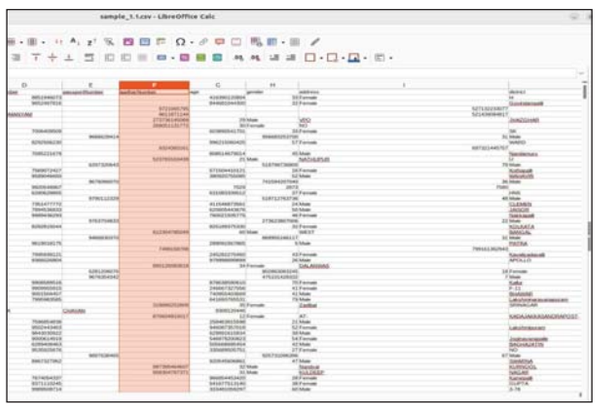

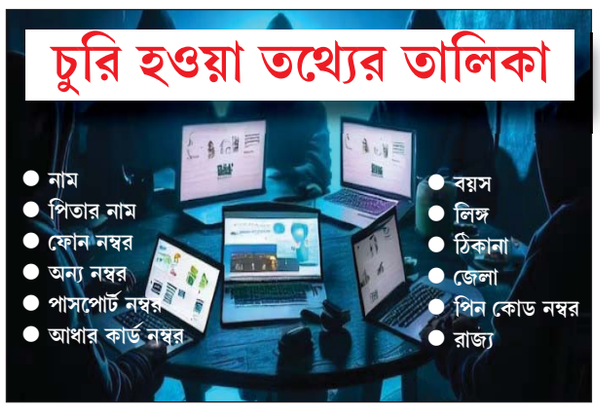

আপনজন ডেস্ক: ডার্ক ওয়েবে ৮১.৫ কোটি ভারতীয়র সংবেদনশীল তথ্য উঠে এসেছে, যা সম্ভবত ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ডেটা লঙ্ঘন। ডার্ক ওয়েবে চুরি হওয়া তথ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হ্যাকার 'পিডব্লিউএন০০০১' এই তথ্য ফাঁসের বিষয়টি নজরে এনেছে। কোভিড-১৯ পরীক্ষার সময় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে এই তথ্য এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ফাঁসের কেন্দ্রস্থল এখনও অজানা। হ্যাকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চুরি হওয়া তথ্যের মধ্যে আধার এবং পাসপোর্টের বিবরণ, লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের নাম, পিতার নাম, ফোন নম্বর এবং অস্থায়ী ও স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে। এই হ্যাকার আরও দাবি করেছেন যে এই তথ্যগুলি আইসিএমআর কোভিড -১৯ পরীক্ষার সময় সংগ্রহ করা তথ্য থেকে এসেছে।

সাইবার সিকিউরিটি এবং ইন্টেলিজেন্সে বিশেষজ্ঞ আমেরিকান এজেন্সি রিসিকিউরিটি ডেটা লঙ্ঘনের প্রাথমিক আবিষ্কার করেছিল। গত ৯ অক্টোবর 'পিডব্লিউএন০০০১' ব্রিচ ফোরামে 'ভারতীয় নাগরিক আধার ও পাসপোর্ট' ডেটা সহ ৮১৫ মিলিয়ন রেকর্ডের প্রাপ্যতার বিজ্ঞাপন দিয়ে এই লঙ্ঘনের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে।

ভারতের মোট জনসংখ্যা ১.৪৮৬ বিলিয়নের কিছু বেশি।

রিসিকিউরিটি গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিবরণ সহ এক লক্ষ ফাইল রয়েছে। তাদের যথার্থতা যাচাই করার জন্য, এই রেকর্ডগুলির মধ্যে কয়েকটি একটি সরকারী পোর্টালের "যাচাই আধার" বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে নিশ্চিত করা হয়েছিল, যা আধার তথ্য প্রমাণীকরণ করেছিল।

কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম অফ ইন্ডিয়া (সিইআরটি-ইন) আইসিএমআরকে এই লঙ্ঘনের বিষয়ে সতর্ক করেছে। কোভিড-১৯ পরীক্ষার তথ্য ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (এনআইসি), আইসিএমআর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতো বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যার ফলে এই লঙ্ঘনের উৎপত্তি কোথায় তা সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিবেদনটি লেখার সময় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বা অনলাইনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে ফাঁসের বিষয়ে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

এই প্রথম নয় যে ভারতের কোনও বড় মেডিকেল ইনস্টিটিউট লঙ্ঘনের মুখোমুখি হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে সাইবার অপরাধীরা এইমসের সার্ভার হ্যাক করে প্রতিষ্ঠানটির ১ টিবি ডেটা হাতিয়ে নেয়। এর ফলে হাসপাতালটি ১৫ দিনের জন্য ম্যানুয়াল রেকর্ড কিপিং-এ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়, যার ফলে ইতিমধ্যে জনাকীর্ণ ইনস্টিটিউটে সমস্ত প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। এর কয়েক মাস আগে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে এইমস দিল্লির ডেটা হ্যাক করেছিল চিনারা, এবং ২০০ কোটি টাকা দাবি করেছিল।

বিরোধীদের আইফোনে সরকারি মদতে আড়ি পাতার সতর্ক বার্তা!

আপনজন ডেস্ক: সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিরোধী দলের সাংসদদের আইফোন থেকে তথ্য চুরির চেষ্টার বিষয়ে সতর্ক বার্তা পাওয়ার পর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, অ্যাপলের মতে, এই নোটিফিকেশনগুলি 'অসম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ' তথ্যের উপর ভিত্তি করে হতে পারে। মন্ত্রী আরও বলেন, অ্যাপলের বিবৃতিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে অ্যাপলের নোটিফিকেশন মিথ্যা অ্যালার্ম হতে পারে।

ইলেকট্রনিক্স ও আইটি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেছেন, কেন ১৫০ টিরও বেশি দেশের লোকদের কাছে 'হুমকি বিজ্ঞপ্তি' পাঠানো হয়েছিল তা খতিয়ে দেখবে সরকার। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতা মঙ্গলবার দাবি করেছেন তারা অ্যাপলের কাছ থেকে একটি সতর্কবার্তা পেয়েছেন যে তারা "রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আক্রমণকারীরা তাদের আইফোনগুলি দূর থেকে ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টা করছে"। শিবসেনার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র, আম আদমি পার্টির রাঘব চাড্ডা, কংগ্রেসের শশী থারুর প্রমুখ সোশ্যাল মিডিয়া তার স্ক্রিন শট শেয়ার করেন।

সারা আবদুল্লাহ ও শচীন পাইলটের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রকাশ্যে এল

আপনজন ডেস্ক: কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহর কন্যা সারা আবদুল্লাহ ও রাজেশ পাইলটের পুত্র শচীন পাইলটের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। রাজস্থান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শচীন পাইলট মঙ্গলবার টং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় তার হলফনামায় ই তথ্য প্রকাশ করেছেন। হলফনামায় শচীন পাইলট জানিয়েছে, তার স্ত্রী সারা পাইলটের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছে। মনোনয়নপত্রে স্ত্রীর নামের সামনে 'ডিভোর্স' লিখেছেন শচীন। উল্লেখযোগ্যভাবে, শচীন এবং তার (বর্তমানে প্রাক্তন) স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছেদের জন্য খবর ছিল, কিন্তু এই প্রথম বিবাহবিচ্ছেদ প্রকাশ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এই হলফনামায় তালাক কখন হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ্য, সারা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর মেয়ে। শচীনের উপর তার দুই ছেলের দায়িত্ব। শচীন পাইলট তার নির্বাচনী হলফনামায় আরও বলেছেন, তার দুই ছেলে আরান পাইলট এবং ভিহান পাইলটের দায়িত্বভার তার উপর। পাইলট হলফনামায় তার দুই সন্তানের নাম 'নির্ভরশীল' হিসেবে রেখেছেন। এর আগে ২০১৮ সালের নির্বাচনী হলফনামায়, শচীন পাইলট সারা পাইলটকে তার স্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে তিনি এবার লিখেছেন "ডিভোর্সড"। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পরে, যখন শচীন পাইলট রাম নিবাস বাগে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, সারা পাইলট এবং তার দুই ছেলে তার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সারা আবদুল্লাহ, ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. ফারুক আবদুল্লাহর মেয়ে এবং ওমর আবদুল্লাহর বোন, ২০০৪ সালে শচীন পাইলটকে বিয়ে করেন। বিয়ের ১০ বছর পর থেকেই দুজনের সম্পর্কের তিক্ততার কথা মিডিয়া রিপোর্টে প্রকাশ পেতে থাকে। যদিও শচীন পাইলট প্রকাশ্যে এই সব কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শচীন যখন আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়ার্টন স্কুলে অধ্যয়নরত, ঠিক সেই সময়েই শচীন পাইলট জম্মু ও সারা আবদুল্লাহর প্রেমে পড়েন।

হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর থেকে কম টাকায় নার্সিং পড়ার সুযোগ

ভর্তি চলছে

GNM
NURSING
(3 YRS)

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য

আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে বদ্ধ পরিকর বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

২০০ বেড সমৃদ্ধ আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

BUDGE BUDGE
INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত

অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনও শাখার ছাত্রদের জন্য সুযোগ

উচ্চমাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই ভর্তির যোগ্য

মুহাম্মদ শাহ আলম চেয়ারম্যান ● ড. মোশারফ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান

যোগাযোগ

ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

চণ্ডীপুর মোড় ● বিড়লাপুর রোড ● বজবজ ● কলকাতা-৭০০১৩৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ২৯৩ সংখ্যা, ১৪ কার্তিক ১৪৩০, ১৬ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

পরজীবীদের দৌরাত্ম্য

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী, রাজনীতিবিদ, কলামিস্ট রিচার্ড এস কিনিক ফ্রিডম্যানের বিখ্যাত উক্তি, 'পলিটিকস' শব্দের 'পলি'র অর্থ একাধিক এবং 'টিকস' অর্থ 'রক্তচোষা পরজীবী'। অর্থাত্, পলিটিকসের মধ্যে যে রক্তচোষা পরজীবী শ্রেণির অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন বিখ্যাত ডিটেকটিভ ফ্রিডম্যান। প্রশ্ন হইল, কাহারা এই রক্তচোষার দল? চক্ষু বন্ধ করিয়াই বলিয়া দেওয়া যায়, ইহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অনুপ্রবেশ করিয়া ঘাপটি মারিয়া থাকা এমন এক গোষ্ঠী, যাহাদের লালনপালন, ভরণপোষণ করিয়া থাকেন একশ্রেণির নেতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ আমলাদের কেহ কেহ। রাজনীতিতে এই ধরনের চিত্র অধিক লক্ষণীয়, বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বে। আমাদের দেশের চিত্রও অতি প্রকট। রাজনীতি এবং নির্বাচনের মাঠে হানাহানি-সংঘাত-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ইহাদের হাত রহিয়াছে–এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে ইহাদের অবাধ বিচরণ রহিয়াছে এবং ইহারাই সুযোগ বুঝিয়া নির্বাচনের মাঠকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে অতি উত্সাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া। ইহাদের কর্মফলে রাজনৈতিক দলগুলির যে কী পরিমাণ অপূরণীয় ক্ষতি হইতে পারে, কী ধরনের ট্র্যাজেডি ঘটিতে পারে, তাহার জলজ্যান্ত নজির রহিয়াছে বইকি। প্রয়াত আবদুল গাফফার চৌধুরী এই অশনিসংকেতের ভবিতব্য সম্পর্কে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন অত্যন্ত কড়া ভাষায়। তথাপি অনুপ্রবেশের করাল গ্রাসের শিকার রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষ মহলের কর্ণকুহর পর্যন্ত তাহা পৌঁছাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অধিক লক্ষণীয়, বিশেষ করিয়া ক্ষমতাসীন দলে অনুপ্রবেশ করা উঠতি বা পাতিনেতাদের দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিস্থিতি ক্রমশ 'অরাজক' হইয়া উঠিতেছে। দলের নাম ভাঙাইয়া মাদক ব্যবসায়, চাঁদাবাজিসহ অবৈধ সকল উপায়ে অর্থ ও সুবিধা হাসিল করিয়া রাতারাতি নেতা বনিয়া যাওয়া এই পরজীবীদের দাপটে সুস্থধারার রাজনৈতিক নেতারা কেবল কোণঠাসাই হইতেছেন না, বাধ্য হইতেছেন অত্যাচার-অনাচারে ঘর ও এলাকাছাড়া হইতে। পুলিশ-প্রশাসন এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগের একশ্রেণির কর্মকর্তাকে অর্থের বিনিময়ে 'ম্যানেজ' করিয়া হেন কোনো অপরাধ, অপকর্ম নাই, যাহা তাহারা করিতেছে না। অতি নগণ্য, বানোয়াট অভিযোগ দেখাইয়াই জেলে ভরা হইতেছে অন্য দলের নেতাকর্মীকে। নির্বিচার জেল-জুলুমের শিকার হইয়া শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সম্মুখীন গ্রামগঞ্জের বহু নেতাকর্মী। এমনও পরিলক্ষিত হইতেছে, থানায় জিডি থাকিলেই পুলিশ তুলিয়া লইয়া যাইতেছে নেতাকর্মীকে। ইহা সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিপন্থি। নির্বাচনের মাঠে সকল দলের নেতাকর্মী নির্বিঘ্নে কাজ করিবার সুযোগ-সুবিধা পাইবে–নিয়ম ইহাই। অথচ ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙাইয়া পুলিশ প্রশাসনকে অবৈধভাবে ব্যবহার করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালানো হইবে এবং তাহাদের থামাইবার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না–ইহাকে কি রাজনীতির অংশ হিসাবে গণ্য করা যায়? দুঃখজনক সত্য হইল, টাকা খাইয়া অযাচিতভাবে মামলা দিতেছে পুলিশ, আর কোর্ট তাহাদের জামিন আটকাইয়া দিতেছে–ইহা তো অসুস্থ ব্যবস্থার লক্ষণ! নির্বাচনকালীন এহেন পরিস্থিতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিতে কতক্ষণ? এইরূপ পটভূমিতে দাঁড়াইয়া ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ ব্যক্তির উদ্দেশে আমরা বলিতে চাহি, অন্তত একবার হইলেও খোঁজ লইয়া দেখুন, ঐ সকল অঞ্চলে কী চলিতেছে। নিরপেক্ষ জায়গায় দাঁড়াইয়া অনুধাবন করুন, কতটা আগ্রাসি হইয়া উঠিয়াছে দলে অনুপ্রবেশকারীরা।

উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দুঃখ হইল, এইখানকার রাজনীতিতে ইহারা একেবারে শিকড় অবধি বিস্তার লাভ করিলেও সময় থাকিতে সতর্ক হন না, বিশেষত সরকারি দল। ফলে একটা সময়ে আসিয়া বরণ করিতে হয় বিজ্ঞানী ফ্রাংকেনস্টাইনের ন্যায় পরিণতি–তিনি যাহাকে গড়িয়া তুলিলেন, তাহার কারণেই খুয়াইলেন সর্বস্ব। সুতরাং, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে অনুপ্রবেশকারী, সুবিধাভোগীদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ক্ষমতাসীন দলের জন্য ইহা অধিক প্রযোজ্য–যদিও সময় চলিয়া গিয়াছে বেশ খানিকটা! দেশে নির্বাচনের পরিবেশ নাই–এই ধরনের কথা যখন উঠিতেছে, তখন স্বভাবতই ভাবিতে হইবে, কাহাদের অপকর্মের কারণে নির্বাচনি পরিবেশ বিনষ্ট হইতেছে? নিরপেক্ষতার জায়গায় দাঁড়াইয়া বিচার করিলেই ইহার সত্যাসত্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

হামাসের ঝটিকা হামলার ভূরাজনৈতিক প্রভাব

চলমান সংঘাতে হাজার হাজার লোক হতাহতের পাশাপাশি ব্যাপক অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা। স্থল আক্রমণ ও বিমান হামলার মাধ্যমে ইসরাইলের ভূখণ্ডে হামাসের ঝটিকা হামলায় কেবল এই অঞ্চলই তছনছ হয়নি, ইসরাইলি বাহিনীর কৌশলী পালটা হামলায় গাজা ঢেকে গেছে শোকের ছায়ায়। শুরুতেই বলে রাখা দরকার, এই ঘটনা তথা চলমান ইসরাইল-হামাস সংঘাতের গভীর ভূরাজনৈতিক (জিও-পলিটিকস) প্রভাব রয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসহ গোটা বিশ্বের জন্য। লিখেছেন **জোরান ইভানভ**।

গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের অপ্রত্যাশিত আক্রমণের পর উভয় পক্ষের হামলা-পালটা হামলায় পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। চলমান সংঘাতে হাজার হাজার লোক হতাহতের পাশাপাশি ব্যাপক অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা। স্থল আক্রমণ ও বিমান হামলার মাধ্যমে ইসরাইলের ভূখণ্ডে হামাসের ঝটিকা হামলায় কেবল এই অঞ্চলই তছনছ হয়নি, ইসরাইলি বাহিনীর কৌশলী পালটা হামলায় গাজা ঢেকে গেছে শোকের ছায়ায়। শুরুতেই বলে রাখা দরকার, এই ঘটনা তথা চলমান ইসরাইল-হামাস সংঘাতের গভীর ভূরাজনৈতিক (জিও-পলিটিকস) প্রভাব রয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসহ গোটা বিশ্বের জন্য। বিশেষ করে, হামাসের অকস্মাত্ হামলা করে বসা; হামলার পেছনের গল্প; কোন উত্স, পক্ষ বা শক্তি প্রেরণা জুগিয়েছে হামাসকে এবং এই হামলার সম্ভাব্য পরিণতিই-বা কী হতে পারে–এমন সব প্রশ্নের ভারসাম্যপূর্ণ এবং যৌক্তিক ও পেশাগত বিশ্লেষণ একান্তভাবে জরুরি। এসব নিয়ে যে যার মতো করে ব্যাখ্যা করছেন বটে, কিন্তু আড়ালের গল্প জানা অতটা সহজ নয়!

আমরা মত হলো, হামাস সম্ভবত কোনো 'সাহসী মিশন' হাতে নিয়ে থাকতে পারে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী এই সশস্ত্র গোষ্ঠী হয়তো-বা এমন কোনো পরিকল্পিত মিশনের অংশ হিসেবে ইসরাইলে আক্রমণ চালায়, যা যে কোনো সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করে বসার শামিল হিসেবে পরিগণিত হবে বিশ্বের সামনে!

আমরা দেখেছি, হামাসের আক্রমণের ধরন আমূল পালটে গেছে। স্থলে কৌশলগত আক্রমণ তো বটেই, শত্রুপক্ষের গতিবিধি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে হামাস যেভাবে নিখুঁত হামলা চালিয়েছে, তা আসলেই অবাক করেছে সবাইকে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, আক্রমণ অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অপারেশনাল পদ্ধতি থেকে সরে এসেছে হামাস। এবং এর মাধ্যমে হামাস জানান দিয়েছে, বেশ খানিকটা কৌশলী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে তারা। অস্বীকার করার উপায় নেই, হামাসের সফল হামলার পর ইসরাইলের সামরিক গৌরব ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বড়াই ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। এ নিয়ে বহু কথা উঠবে আগামী দিনেও। তবে এ কথাও সত্য, হামাসের রণকৌশলে এই যে পরিবর্তন, নতুন ফরমেটে আক্রমণের পথ বেছে নেওয়া–এগুলো ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে কৌশলগত বিজয়ে হামাসের কতটা কাজে দেবে, তা ভেবে দেখার বিষয়। এর কারণ, হামাসের হামলার পর পালটা আক্রমণে গাজা পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ঠিক কী উদ্দেশ্যে হামাস এ ধরনের হামলার পথ বেছে নিল? আমি মনে করি, এর পেছনে তিনটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

এক. ইসরাইলের সঙ্গে হামাস তথা ফিলিস্তিনের সংঘাত বিশ্বের সামনে বড় করে হাজির করা তথা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। হামাসের শীর্ষ নেতৃত্ব সম্ভবত এমন চিন্তা থেকে আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে যে, সফল হামলার মাধ্যমে ইসরাইলের দুর্বলতা সামনে আসবে, যার ফলে বিভিন্ন পক্ষের সম্পৃক্ততা–ফিলিস্তিনের অন্যান্য দল এবং এমনকি ইরান–দুই পক্ষের থেমে থেমে চলা সংঘাতকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। ফলস্বরূপ, উভয় পক্ষের দীর্ঘদিনের শত্রুতার একটা চূড়ান্ত মীমাংসার রাস্তা তৈরি হবে।

দুই. ইসরাইলকে মোকাবিলার প্রশ্নে ইরানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে হামাসের বিরুদ্ধে। এই অঞ্চলে ইরানের অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবি অযৌক্তিক হবে না যে, বড় পরিসরে ইরানের নজরে আসার অংশ হিসেবে এবারের ব্যতিক্রমধর্মী হামলার পথে নেমে থাকতে পারে হামাস।

তিন. অনেকেই বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইসরাইলের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে যে চুক্তির বিষয়ে কথাবার্তা চলছিল, তা ভেস্তে দেওয়ার জন্য এই হামলা চালানো হয়। সত্যি বলতে, এমন দাবি অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরাইল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আব্রাহাম চুক্তির বাস্তবতা মেনে নিতে পারেনি হামাস। একইভাবে, ১৯৭৯ সাল থেকে মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিও প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি হামাসের। প্রশ্ন উঠতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের দূতিয়ালিতে ইসরাইলের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ মেনে নিতে হামাসের আপত্তি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আরো কিছুদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে। তবে ভূরাজনীতির জটিল হিসাব এটাই বলে, পেছনের গল্প একসময় না একসময় সামনে আসেই!

প্রশ্ন আরো আছে, হামলায় হামাস সফল হলো বটে, কিন্তু ইসরাইলকে তারা কতটা আটকাতে পারল? এতে হামাসের কী ধরনের লাভ হলো? সত্যিই তো! কৌশলগত আক্রমণ সত্ত্বেও হামাস বর্তমানে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ইসরাইলের অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তি, জনশক্তি ও প্রযুক্তির মুখে ফিলিস্তিন বড্ড অসহায় হয়ে পড়েছে।

> আমরা দেখেছি, হামাসের আক্রমণের ধরন আমূল পালটে গেছে। স্থলে কৌশলগত আক্রমণ তো বটেই, শত্রুপক্ষের গতিবিধি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে হামাস যেভাবে নিখুঁত হামলা চালিয়েছে, তা আসলেই অবাক করেছে সবাইকে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, আক্রমণ অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অপারেশনাল পদ্ধতি থেকে সরে এসেছে হামাস।

বাস্তবতা হলো, হামাসের হামলায় ইসরাইলেরই বরং সব দিক দিয়ে লাভ হয়েছে! হামাসকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে প্রমাণ করতে এখন থেকে আরো বেশি প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারবে তারা। এক্ষেত্রে ইসরাইল ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থনও পাবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে প্রবাসী হামাস, ইরান এবং ইসরাইলের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই–এমন কিছু ক্ষেত্র বাদে হামাসের উল্লেখযোগ্য সমর্থন অর্জনের সম্ভাবনা কম। এসব বিচারে বলতে হয়, হামাসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বুঝতে পারাটা মুশকিল। তবে হামলার বাস্তবতা বিবেচনার ক্ষেত্রে তাদের যে বিশাল ভুল হয়ে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই–যেমনটা বলছেন বিশ্লেষকেরা।

গভীরভাবে মনে রাখা জরুরি, মধ্যপ্রাচ্যের এই অঞ্চলে ভূরাজনীতির হিসাব সব সময়ই জটিল। এতদঞ্চলে অন্যতম শক্তিশালী আঞ্চলিক সামরিক শক্তি হিসেবে ইসরাইলকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এমনকি মিশর, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের মতো নেতৃস্থানীয় আরব দেশও ইসরাইলের সঙ্গে 'পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক' রেখে চলে। তাছাড়া বৃহত্ শক্তিগুলোরও সর্বদা নজর থাকে এই এলাকার খুঁটিনাটির ওপর! অর্থাত্, যথেষ্ট সক্ষমতা ব্যতীত এমন কঠিন সমীকরণকে সহজ করে দেখতে গেলেই পড়ে যেতে হবে বড় বিপদে!

উল্লেখ করতে হয়, এই অঞ্চলে বৃহত্ শক্তি হলো ইরান, যার কাঁধের ওপর সর্বদাই ঝুলে থাকে হামাসকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করার অভিযোগ। এই অর্থে, হামাসের হামলাকে ইরানের হিজবুল্লাহর পরিচালিত অপারেশন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলে বরাবরই–তা সে প্রমাণিত হোক না হোক।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরাইয়েলের ওপর অধিকতর সামরিক চাপ আরোপের জন্য সক্ষমতা তৈরির চেষ্টা করছে ইরান। মনে করা হয়, ইরান ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করছে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষকে শায়েস্তা করতে! এর অংশ হিসেবে হিজবুল্লাহ, সিরিয়ার আসাদ সরকার, ইয়েমেনের হুথি ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিভিন্ন মিলিশিয়াকে আর্থিক, যুদ্ধ সরঞ্জামাদি ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে থাকে ইরান। এসবের সঙ্গে রয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহর মতো বিভিন্ন অফিলিস্তিনি গোষ্ঠী। যাহোক, এসব বিভিন্ন পক্ষ ও অংশীদারকে সমর্থন করার পেছনে ইরানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্ভবত 'ইসরাইলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা'। অনেক পর্যবেক্ষকের অভিমত, ইরান আঞ্চলিক আধিপত্য জাহির করতে সক্রিয় ভূমিকার অংশ হিসেবে হামাসকে ব্যবহার করে থাকতে পারে। তবে ঘটনা সত্য বা মিথ্যা হোক, হামাসের হামলা এবং গাজায় ইসরাইলের বৃহত্তর আক্রমণের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ভূরাজনীতির নতুন খেলা শুরু হয়ে গেল কি না, তাই দেখার বিষয়।

আমরা শুনে আসছি, ঐতিহাসিকভাবে ইসরাইলের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো 'হুমকিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার সক্ষমতা'। তবে এবার ঘটেছে হিতে বিপরীত। সুতীক্ষ প্রতিরোধব্যবস্থা বাঁচাতে পারেনি ইসরাইলিদের। অথচ এ নিয়ে আত্মতুষ্টির শেষ ছিল না ইসরাইলের! হামাসের আক্রমণ ইসরাইলের দুর্বলতাকেই শুধু সামনে আনেনি, শত্রুপক্ষের মধ্যে আরো হামলার উত্সাহ এনে দিয়েছে! এই কথা বলার কারণ, আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করেছি, ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইসরাইলি ভূখণ্ডের ভেতরে হামাস লাগাতার রকেট ছুড়েছে অনেকটা বিনা বাধায়! ইসরাইলি গোয়েন্দা পরিষেবার এই যে ব্যর্থতার নজির, তা যে বিভিন্ন পক্ষের জন্য হিসাব কষতে কতটা সুবিধা এনে দেবে, তা বলাই বাহুল্য। এর সঙ্গে আবার রয়েছে ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজন ও অস্থিরতা। সুতরাং, ইসরাইল যে আগেকার দিনের মতো খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারবে না–বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে যে এমন আলোচনা চলছে না, তা কে বলতে পারে!

লেখক: তুরস্কের টিওবিবি ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ও স্লোভেনিয়ার লুব্লজানার রিংক ইনস্টিটিউটের প্রবীণ উপদেষ্টা। ডেইলি সাবাহ থেকে অনুবাদ।

ফিলিস্তিনিদের উৎপীড়নে ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেছেন বাইডেন

হায়দার ঈদ

তিন বছর আগে জো বাইডেন যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন, তখন ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনগুলো আশাবাদী হয়েছিল। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীরা আশা করেছিল, এবার হয়তো ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

বাইডেনের পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্যাসিবাদী সরকার সর্বাত্মকভাবে ইসরায়েলের উগ্র ডানপন্থীদের প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছিল। ট্রাম্পের বর্ণবাদী আচরণে এখন পর্যন্ত অনেকে মনে করে থাকেন, ফিলিস্তিনিদের জন্য ট্রাম্পের সরকারই ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মার্কিন সরকার। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, বাইডেন গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যাভিত্তিক আগ্রাসনকে আলিঙ্গন করেছেন। গাজায় ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে, পানি, খাবার ও ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে পৈশাচিক উন্মাদনায় যে গণহত্যা চালাচ্ছে, তাতে বাইডেন সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছেন। এই নৃশংসতাকে তিনি সরাসরি ন্যায্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছেন। ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধকে বাইডেন ধামাচাপা দিচ্ছেন এবং ইসরায়েলি প্রোপাগান্ডার পক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি গাজার আল আহলি আরব হাসপাতালে বোমা হামলা চালিয়ে সেখানে থাকা রোগী ও আশ্রয় নেওয়া ৪৭০ জনের বেশি ফিলিস্তিনিকে এক দিনে হত্যা করা হয়েছে। ইসরায়েল বলছে, এ হামলা তারা করেনি, এটি নাকি ইসলামিক জিহাদের কাজ। ইসরায়েলের এই দাবি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা প্রমাণে ভূরি ভূরি তথ্য হাজির করার পরও বাইডেন ইসরায়েলের দাবিকে সমর্থন দিয়েছেন।

সব দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে অমানবিক ফ্যাসিবাদী আচরণ করার দিক থেকে বাইডেন তাঁর পূর্বসূরি ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেছেন। বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্র কখনোই তাদের ভাষায় 'ফিলিস্তিনি-ইসরায়েল সংঘাতের' সৎ ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী ছিল না, এখনো নেই। বরং যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই ইসরায়েলপন্থী আচরণ করেছে এবং ফিলিস্তিনিদের মৌলিক মানবিক অধিকারের বিষয়গুলো অস্বীকার করে এসেছে। ওয়াশিংটন কখনোই ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের শক্তি ও প্রভাবকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেনি। উল্টো ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করার কাজে ইসরায়েলকে মদদ দিতে ইসরায়েলের প্রতি সামরিক সহায়তার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এমনকি আমেরিকার অশ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নেতৃত্বাধীন 'প্রগতিশীল' আমেরিকান সরকার ইসরায়েলকে ৩ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন দিয়েছিল, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে অভিন্ন অবস্থানে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মৌসুমে উভয় দলের শিবির থেকে কে কার চেয়ে বেশি ইসরায়েলপন্থী, তা প্রমাণে সমানে প্রচার চালানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে সম্মত হওয়ার পরও তা তাদের কাছে হস্তান্তরের বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের অনীহা দেখা যায়। ফিলিস্তিনে ওয়াশিংটনের মিশনের ঘনিষ্ঠ ফিলিস্তিন অথরিটিকে জাতিসংঘের ইউএনআরডব্লিউএ (ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর ফিলিস্তিন রিফিউজিস) তহবিল থেকে যে ত্রাণ দেওয়া হয়ে থাকে, সেই তহবিলে বাইডেনের পূর্বসূরি ট্রাম্প সব ধরনের চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছিল। বাইডেন ট্রাম্পের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে পুনরায় সেখানে তহবিল বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু বাইডেন সেই তহবিল ছাড় করছেন, এমনভাবে যাতে শুধু ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রিত এলাকার নজরবন্দী থাকা ফিলিস্তিনিরাই সে ত্রাণ পেতে পারে।

ফিলিস্তিনিদের জীবন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই, তা ইসরায়েলের গণহত্যায় ব্যবহার্য মারণাস্ত্র সরবরাহ করে, ইসরায়েলকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে, নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো দিয়ে, এমনকি ফিলিস্তিন অভিমুখে বিমানবাহী রণতরি পাঠিয়ে ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে দিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে অবস্থান আশ্চর্যজনকভাবে আদিবাসী আমেরিকানদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে আসা প্রথম ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীদের মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফিলিস্তিনিদের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কোনো প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ হিসেবেও দেখা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র পরমাণু শক্তিধর মিত্র ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনকে স্রেফ বিরক্তিকর গোষ্ঠী বলে মনে করে। এ কারণে ফিলিস্তিনিদের মানবিক মর্যাদা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে পারেনি। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা যেভাবে সেখানকার আদিবাসী আমেরিকান ও উপজাতিদের 'সমস্যা সৃষ্টিকারী' হিসেবে দেখে এসেছে এবং সব সময়ই তাদের নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এসেছে, ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসন সেই একই ধারণা নিয়ে এগিয়েছে। যেহেতু আদিবাসী লোকদের উচ্ছেদ করে উপনিবেশ গড়াই আমেরিকান জাতি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি, সেহেতু ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে সেখানে ইসরায়েলের দখলদারিকে তারা ন্যায্য হিসেবে দেখে এসেছে। নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থ এবং চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বাস্তববাদী। সে কারণে ফিলিস্তিনিরা দরিদ্র, দুর্বল এবং ভৌগোলিকভাবে আণুবীক্ষণিক হলেও তাদের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ধরনের অনুকম্পা বোধ করে না। তাই যতক্ষণ না যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে দেখতে বাধ্য হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ফিলিস্তিনিদের জীবন, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার অধিকারকে উপেক্ষা করতে থাকবে।

ফিলিস্তিনের ব্যাপারে মার্কিন নীতি পরিবর্তনের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি হলো এমন একটি পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ দরকার, যা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিকল্পগুলো ও বিশেষাধিকারগুলোকে পরিচালনা করতে পারবে। আরেকটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকা বিভিন্ন সংগঠনকে শক্তিশালী করা, যারা সেখানকার দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ওপর ফিলিস্তিন ইস্যুতে কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

আল-জাজিরা থেকে অনুবাদ।

প্রথম নজর

হারিকেন ওটিস: মেক্সিকোয় নিহত বেড়ে ১০০

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকো সরকার সোমবার জানিয়েছে যে, হারিকেন ওটিসের আঘাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০০ এ পৌঁছেছে। ক্যাটাগরি পাঁচ মাত্রার সামুদ্রিক ঝড়টি গত বুধবার ঘণ্টায় ২৬৬ কিলোমিটার বেগে আকাপুলকোতে আঘাত হানে। এটি একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় থেকে মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্যাটাগরি ফাইভ হারিকেনে রূপ নেয়।
মেক্সিকোতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে একটি আকাপুলকো।
সেখানকার ৮০ শতাংশ রিসোর্ট ও হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত এবং রাস্তাগুলো প্লাবিত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য ও পানির সরবরাহ কমতে থাকায় কঠোরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে লুটপাট চলছে।
আকাপুলকোকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রধান সড়কটি এখন আবার চালু করা হয়েছে। ফলে শহরে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ সম্ভব হবে।
কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, মানুষ দোকান থেকে খাবার ও পানি নিয়ে যাচ্ছে। কেউ আবার শপিং সেন্টার থেকে দামি ইলেকট্রনিক পণ্য ও কাপড় নিয়ে চলে যাচ্ছে।
ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনীর আট হাজারের বেশি সদস্যকে মোতায়েন করা হয়েছে।
মেক্সিকান রিসোর্ট শহর আকাপুলকোতে প্রায় ১৭ হাজার সেনা ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ওই অঞ্চলে আঘাত হানার পর থেকে ব্যাপক লুটপাট চলায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
এদিকে রেনাসিমিয়েন্টো এলাকায় অভাবের কারণে বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়েছে। অ্যাপোলোনিও মালডোনাডো নামের এক বাসিন্দা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, 'সরকার আমাদের কোনো সাহায্য করেনি, এমনকি আশাও দেয়নি।'
প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর শহরটিকে পুনর্নির্মাণে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তার সরকারকে অসম্মান করতে লুটপাটের মাত্রাকে অতিরঞ্জিত করার অভিযোগ করেছেন।

নিজে জানাজা পড়িয়ে ছেলেকে সমাহিত করলেন তারিক জামিল

আপনজন ডেস্ক: নিজে জানাজার নামাজ পড়িয়ে ছেলেকে চিরনিদ্রায় শায়িত করেছেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা তারিক জামিল। জানাজা নামাজ শেষে নিজের পৈতৃক শহর তালামবাতে সোমবার (৩০ অক্টোবর) তারিক জামিলের ছেলে আসিম জামিলকে সমাহিত করা হয়। দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভোগা আসিম জামিল গত রোববার পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ছেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে জানাজার নামাজে তারিক জামিল বলেন, 'তরুণ ছেলেকে হারানোর বেদনা শুধুমাত্র কাছের লোকেরাই বুঝতে পারে। এই ক্ষত দ্রুত সারবে না।'
এক বিবৃতিতে মুলতানের আঞ্চলিক পুলিশ অফিসার (আরপিও) ক্যাপ্টেন (অব:) সোহেল চৌধুরী বলেন, বিভাগীয় পুলিশ কর্মকর্তা একটি সিসিটিভির ফুটেজ দেখেছেন। এতে দেখা গেছে, আসিম জামিল আত্মহত্যা করছেন। এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানিয়েছেন, আসিম মানসিক রোগে ভুগছিলেন এবং কয়েক বছর ধরে ওষুধ গ্রহণ করছিলেন এবং তিনি একটি ৩০-বোর পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মাওলানা তারিক জামিলের বড় ছেলে, ইউসুফ জামিল, পরবর্তীতে জানান তার ছোট ভাই মানসিক রোগের জন্য ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপি (ইসিটি) নিচ্ছিলেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, আসিম জামিল ছোটবেলা থেকেই অনেক হতাশায় ভুগতেন। গত ছয় মাসে যা বৃদ্ধি পায়। ইউসুফ জামিল জানিয়েছেন, মৃত্যুর সময় আসিম বাড়িতে একা ছিলেন এবং একজন নিরাপত্তারক্ষীর অস্ত্র দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। কারণ আসিম 'কষ্ট ও দঃখ আর সইতে পারছিল না।'

চিনের বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হল ইসরায়েলকে

আপনজন ডেস্ক: চলমান হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাতের মাঝেই বিশ্ব মানচিত্রের অনলাইন সংস্করণ থেকে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের নাম মুছে দিয়েছে চিন। শীর্ষ দুই চিনা কম্পানি বাইদু ও আলিবাবা সোমবার বিশ্ব মানচিত্রের যে অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ করেছে, তাতে পাওয়া যাচ্ছে না ইসরায়েলের নাম।
প্রথম এ ব্যাপারটি খেয়াল করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। এ সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, 'এমনকি লুক্সেমবার্গের মতো ক্ষুদ্র দেশের নামও (চিনা মানচিত্রের অনলাইন সংস্করণে) দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ইসরায়েলের নাম নেই।' মানচিত্রে ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক সীমানা দেখানো হলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়নি ইহুদিবাদী দেশটির নাম।
চিনের অনেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীও ব্যাপারটি লক্ষ করেছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রতিবেদন প্রকাশ করার পরও মানচিত্রের অনলাইন সংস্করণটি একই রকম আছে। চিনের ভেতরেও এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে।
বৈশ্বিক মানচিত্রের অনলাইন সংস্করণ থেকে ইসরায়েলকে বাদ দিতে চিনের সরকারি পর্যায় থেকে কোনো নির্দেশ এসেছে কি না, জানতে চাওয়া হয়েছিল বাইদু ও আলিবাবা কর্তৃপক্ষের কাছে। তবে এ বিষয়ে মন্তব্য এড়িয়ে যায় দুই কম্পানি।
চলতি মাসের ৭ অক্টোবর ভোরে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলের ইরেজ এলাকায় অতর্কিত হামলা চালায় গাজার নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাস। সীমান্ত বেষ্টনী বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে কয়েক শ প্রশিক্ষিত হামাস যোদ্ধা। সেখানে প্রথমেই কয়েক শ বেসামরিক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে তারা, সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে ২১২ জন ইসরায়েলিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিককে ধরে নিয়ে গাজায় জিম্মি করে হামাস যোদ্ধারা। কয়েক ঘন্টা ব্যবধানে সেদিনই গাজা উপত্যকায় বিমান অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। সেই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় গাজার বিদ্যুৎ, পানি, খাবার সরবরাহ।
অবরুদ্ধ গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের বিমানবাহিনীর অভিযানে গত তিন সপ্তাহে এই উপত্যকায় নিহত হয়েছে আট হাজারেরও বেশি মানুষ এবং নিহতদের ৭০ শতাংশই নারী-শিশু। অন্যদিকে হামাসের হামলায় ইসরায়েলে নিহত হয়েছে এক হাজার ৪০০ জনের কিছু বেশি ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিক।
এই সংঘাতের শুরু থেকেই পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ এড়িয়ে দুই পক্ষকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে আসছে চিন। হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকে চিন। দেশটির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক দূত ঝাই জুন সম্প্রতি বলেছেন, 'চিন চায় মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বন্ধ হোক এবং উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করুক। মধ্যস্থতার লক্ষ্যে মিসরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে বেইজিং।'

গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম আল-কুদস হাসপাতালজুড়ে ভয় ও আতঙ্ক

আপনজন ডেস্ক: গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম আল-কুদস হাসপাতাল খালি করতে বলেছে ইসরায়েল। গাজার রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, হাসপাতালটির নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) অনেক রোগী আছেন। অনেক শিশুকে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে।
তাদের অন্যত্র স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া আল-কুদস হাসপাতাল ও এর প্রাঙ্গণে গাজার প্রায় ১৪ হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, আজও আল-কুদস হাসপাতালের আশপাশের এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলছে। আর্টিলারি এবং বিমান হামলায় আল-কুদস হাসপাতাল কাঁপছে। বাস্তুচ্যুত বেসামরিক মানুষ এবং কর্মরত কর্মীরা ভয় ও আতঙ্কে সময় পার করছে। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অ্যাকশনএইড বলেছে, আল-কুদস অ্যাম্বুল্যান্সগুলোর এখন জ্বালানি নেই। হাসপাতালের আশপাশের রাস্তায় এমনভাবে বোমা হামলা করা হয়েছে যে প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং ডাক্তার রোগীদের কাছে যেতে পারছে না। অ্যাকশনএইড ফিলিস্তিনের যোগাযোগ ও অ্যাডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর রিহাম জাফারি বলেছেন, 'গাজায় সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হামলা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাহায্য যে গতিতে আসছে তা প্রয়োজনীয় গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।'
তিনি আরো বলেছেন, 'অনবরত বোমাবর্ষণের কারণে রাস্তাগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সাহায্যের সরবরাহ হাসপাতালে পৌঁছানো যাচ্ছে না। আমরা যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে হাসপাতাল এবং লাইফ সাপোর্ট মেশিনগুলো চলতে পারে। এর আগে এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। গতকাল হাসপাতালের একজন চিকিৎসক বিবিসি নিউজ টুনাইটকে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়েছেন, আল-কুদস হাসপাতালের আশপাশে বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছে। হাসপাতালের পেছনে আবাসিক ভবনে বোমা হামলা চালিয়েছে। বড়রা বিশেষ করে শিশুরা ভীতসন্ত্রস্ত। এর আগে গাজার একজন বাসিন্দার কাছ থেকে একটি 'ভয়েজ নোট' বা 'কণ্ঠ বার্তা' পাওয়া যায়। যেখানে তিনি বলেছেন, 'তারা দুটি আবাসিক টাওয়ারে বোমা হামলা চালিয়েছে। এখন তৃতীয় আরেকটি টাওয়ারে হামলা চালাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এলাকার লোকজনের মতে, গত রবিবার ইসরায়েলি বিমান হামলায় হাসপাতালের আশপাশের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছে, যাতে দেখা যাচ্ছে, গাজা শহরের আল-কুদস হাসপাতালের বাইরে লোকজন জড়ো হচ্ছে। এবং বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে।
রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বলেছে, 'এখন তাল আল-হাওয়া এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে... যেখানে আল-কুদস হাসপাতাল অবস্থিত।'

ইসরাইলে হামাসের আক্রমণ সমর্থন করে ৮০ শতাংশ লেবাননবাসী

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ইসরাইলে গাজার মুক্তিকামী সংগঠন হামাসের ৭ অক্টোবরের অপারেশন 'আল-আকসা ফ্লাড' নামে পরিচিত আক্রমণকে সমর্থন লেবাননের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ। সোমবার লেবাননের সংবাদপত্র আল আখবারে প্রকাশিত এক নতুন জরিপে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদপত্রটির জরিপে চলমান ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের প্রতি লেবাননের নাগরিকদের অনুভূতি ও মনোভাব পরীক্ষা করা হয়েছে।
জরিপটি পরিচালনা করেছে লেবাননের কনসালটেটিভ সেন্টার ফর স্টাডিজ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন।
জরিপে হামাসের 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাডের' পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন দেখা গেছে।
লেবাননের একাধিক জাতিগত গোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত ৪০০ নাগরিক অংশ নিয়েছে জরিপটিতে। যাদের ৮০ শতাংশই ইসরাইলে হামাসের অভিযানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং ২০ শতাংশ এর বিরোধিতা করেছে।
যারা হামাসের অভিযানের বিরোধিতা করেছে তাদের মধ্যে ৪২.৩ শতাংশের দাবি, তারা সাধারণভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা করে। ২৬.৯ শতাংশ শান্তিকে সমর্থন করছে এবং ২৫ শতাংশ মনে করে যে হামলার কোনো কারণ ছিল না। এছাড়া ৫.১ শতাংশ বিশ্বাস করে না এর জন্য হামাস দায়ী। অপারেশন আল-আকসা ফ্লাডের প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, জরিপে অংশ নেয়া লেবাননের শিয়া মুসলিমদের ৯৮ শতাংশই এর পক্ষে মত দিয়েছে। আর লেবাননের সুন্নি মুসলিম এবং দ্রুজ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এই হার কমে ৮৬ শতাংশ হয়েছে। এছাড়া জরিপে অংশ নেয়া খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে এই সমর্থনের হার ৬০ শতাংশ।

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই একমাত্র সমাধান: পুতিন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন সংকটের একমাত্র সমাধান হলো স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিন। মধ্যপ্রাচ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে যুক্তরাষ্ট্র,বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেন, 'এ পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী ইউরোপীয় দেশগুলো।'
সোমবার নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য এবং সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধানদের একটি বৈঠকে এসব কথা বলেন পুতিন। তিনি বলেন, মার্কিন শাসক এবং তাদের স্যাটেলাইট গাজার ফিলিস্তিনিদের হত্যার পিছনে এবং ইউক্রেন, আফগানিস্তান, ইরাক এবং সিরিয়ার সংঘাতের জন্য দায়ী।
পুতিন বলেন, পশ্চিমারা মধ্যপ্রাচ্যকে ক্রমাগত বিশৃঙ্খল অবস্থায় রাখতে চায়। 'এ পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী ইউরোপীয় দেশগুলো। রাশিয়া রক্তপাত বন্ধ করে সত্যিকার সমাধানে অবদান রাখতে চায়।
পুতিন বলেন, ইউক্রেনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালাচ্ছে রাশিয়া। পশ্চিম রাশিয়া চূর্ণ করার জন্য ইউক্রেনকে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া সেটি ঠেকাতেই সেখানে বিশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে।
পুতিন বলেন, ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে ছায়াযুদ্ধ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে মূলত মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে রাশিয়া।
এদিকে রাশিয়া গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান সমর্থন করে। সম্প্রতি মস্কোতে হামাসের প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করে পুতিন সরকার। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ ইসরায়েল।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, যতক্ষণ ইসরায়েলের জয় নিশ্চিত না হচ্ছে, ততক্ষণ লড়াই অব্যাহত থাকবে। হামাসকে ছাড় দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই।'
ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এর প্রধান ইসমাইল হানিয়াহ বলেছেন, এ যুদ্ধ কখনোই থামবে না; যতক্ষণ না আল আকসা ও ফিলিস্তিনের মাটি থেকে দখলদাররা বিতাড়িত হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী

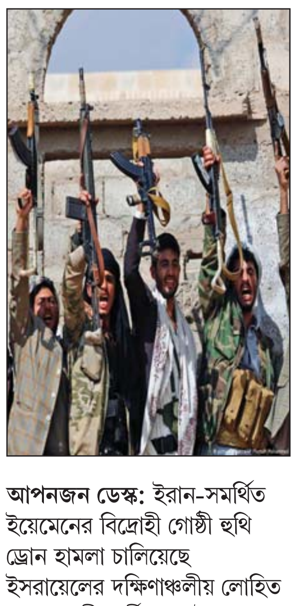

আপনজন ডেস্ক: ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় লোহিত সাগরের তীরবর্তী শহর ইলাতে।
গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলার প্রতিশোধে আজ মঙ্গলবার এই ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে হুথি বিদ্রোহীরা।
ইয়েমেনের হুথি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী আব্দেলআজিজ বিন হাবতৌর ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে ইসরায়েলে হুথিদের ড্রোন হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এসব ড্রোন ইয়েমেনের।
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী ইসরায়েলের দক্ষিণের দূরবর্তী শহর ইলাতের আকাশে মনুষ্যবিহীন যানের অনপ্রবেশ শনাক্ত হয়েছে বলে জানায়। পরে ইলাতের বাসিন্দাদের সতর্ক করে দিতে বিমান হামলার সাইরেন বাজানো হয়। ইলাত শহরটি জর্ডান এবং মিসর- উভয় দেশের সীমানার কাছে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে শহরটির দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার।
এর আগে, ইসরায়েলের হিব্রু ভাষার গণমাধ্যমের খবরে ইলাত শহরের আকাশে একটি ড্রোনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে জানানো হয়। এতে বলা হয়, এই ড্রোনটির সম্ভাব্য উৎস ইয়েমেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে শহরটিতে আঘাত হানার আগেই লোহিত সাগরে সেটি ভূপাতিত করেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলা এবং উত্তরাঞ্চলে হিজবুল্লাহর গোলাবর্ষণে বাস্তুচ্যুত ইসরায়েলিদের ওই শহরটিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শহরের বাসিন্দারা বলেছেন, তারা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী এই ড্রোন হামলার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে। গত দুই সপ্তাহ ধরেই ইসরায়েলে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করেছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা।
হামাসের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায়ই হামলার চেষ্টা করেছে হুথিরা। ইতিমধ্যে তাদের ছোড়া কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোনে গুলি চালিয়ে ভূপাতিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৯ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৪ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৯	৫.৪১
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২৩	
মাগরিব	৫.০৪	
এশা	৬.১৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

গাজায় কোনও মার্কিন সেনা লড়াই করবে না: কমলা হ্যারিস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘাতে কোনো মার্কিন সেনা অংশ নেবে না বলে আবারও জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।
গাজার সংঘাত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে দেশের অভ্যন্তরে বিতর্কের মধ্যে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে এ কথা বলা হলো। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিবিএসকে গত রবিবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কমলা হ্যারিস বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের করণীয় ঠিক করে দিচ্ছে না। ওয়াশিংটন ইসরায়েলকে শুধু পরামর্শ, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও কূটনৈতিক সহায়তা দিচ্ছে।
মার্কিন সেনাদের ইসরায়েল অথবা গাজায় পাঠানো হবে না। ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে—প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এমন মন্তব্যের পর চলমান সংঘাতে মার্কিন নীতি ক্রমেই আলোচনায় উঠে আসছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, হামাস একটি কনসার্টে শত শত তরুণকে হত্যা করেছে। ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।
তিনি বলেন, 'হামাস ও ফিলিস্তিনিদের একই চোখে না দেখার কথা বলা হচ্ছে—এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তিনিরা সমান নিরাপত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, যুদ্ধের নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং মানবিক ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।'

ইসরাইলের ভেতরেও আছে হামাসের সুড়ঙ্গ

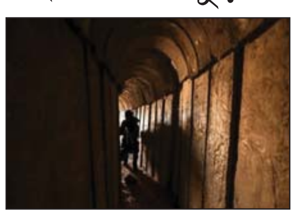

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সুড়ঙ্গ ইসরাইলের ভেতরেও আছে বলে দাবি করেছেন ইরানি সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ।
তিনি বলেন, গাজা উপত্যকার উত্তর অংশের নিচে ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হামাসের সুড়ঙ্গ রয়েছে। ওই সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ ইসরাইলের ভেতরেও রয়েছে।
ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, মেজর জেনারেল মোহাম্মাদ বাঘেরি বলেছেন যে 'যানবাহন ও মোটরসাইকেলগুলো ওই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়েও যেতে পারে।'

যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সোমবার (৩০ অক্টোবর) তেল আবিবে বিদেশি গণমাধ্যমের জন্য আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, বাইবেল বলে যে 'শান্তি ও যুদ্ধের একটি সময় আছে। এটা যুদ্ধের সময়। আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যতের জন্য একটি যুদ্ধ।'
তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ইসরায়েলের অবস্থান স্পষ্ট করতে চান তিনি। ১৯৪১ সালে পার্ল হারবারে বোমা হামলা বা ২০০১ সালের সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র যেমন যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়নি, তেমনি ৭ অক্টোবরের ভয়াবহ হামলার পর ইসরায়েলও যুদ্ধবিরতিতে রাজি হবে না।
নেতানিয়াহু আরো বলেন, যুদ্ধবিরতির আহ্বানের অর্থ হলো ইসরায়েলকে হামাসের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান, সন্ত্রাসবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান।
জাতিসংঘ বারবার গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে আসছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে। ইউনিসেফ বলেছে, গাজার পরিস্থিতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খারাপ হচ্ছে।

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্
সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)
মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ কলা ও বিজ্ঞান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত
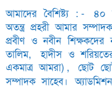
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব
মূল অনুপ্রেরক
পিছিয়ে পড়া সমাজের নয়ন-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব ও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটরিং কমিটি।
অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994
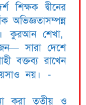
আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব
--: মনের কথা :--
আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।
আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সাড়া জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আবাসিক শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আমরা), ছোট ছোট গ্রুপ কোচিং। প্রতি শনিবার বাদ ফজর সকল ছাত্রকে সামনে নিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনে ৪৫ মিঃ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিজ ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ায় মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -
স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক-ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।
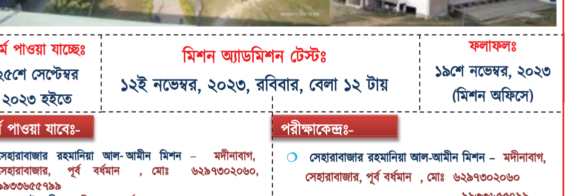
ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে
মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)
ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-
○ সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
○ মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৪৩৪৪৭৩৭৪৪
○ ওয়েবেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬১১২৯
○ সোলাইমানী দাওয়া ও দোওয়া (মুফতি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড(চশমার দোকানের উপরে)
○ খান সু হাউস – নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
○ সুপার মিল্ক স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
○ দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসস্ট্যান্ড) ,মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮
পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-
○ সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
○ ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কাটাগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূম
○ সালার ইনফিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্শিদাবাদ মোঃ ৯৭৩২৩০৩০৬৬/ ৭০৭৬৮৮৮৮৯৩
○ আমিনা মিশন – কৃষ্ণপুর, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর মোঃ ৯৯৩৩৭৯০২৪৪/ ৯৯৩২০৬৬১২৯ (পারভেজ সরকার)

প্রথম নজর

ফের রোগী ভুল চিকিৎসার শিকার মালদা হাসপাতালে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন:একদিন পার হতে না হতে আবারো ভুল চিকিৎসার শিকার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।গতকাল ভুল চিকিৎসার জন্য মারা গেছে বাইক এক্সিডেন্টের এক যুবক সেই রেশ কাটতে না কাটতে আবার ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলল চিকিৎসকের বিরুদ্ধে । একদিনের মাথায় আবারো চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ উঠল মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। রবিবার পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে ধন্দুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল হাসপাতালে।এবারে প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে একদিনের মাথায় আবারো মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাস্থলে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবার সুত্রে জানা গিয়েছে,মৃতের নাম টুলি খাতুন। একবছর আগে পাকুয়া হাট এলাকার রাজিকুল সেখের সাথে বিয়ে হয় তার। সোমবার প্রসব যন্ত্রনা নিয়ে মালদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপতালের মাতৃমা বিভাগে ভর্তি হয়। আজ পুত্র সন্তান হয়। এরপর থেকে টুলি খাতুনের শাররীক অবস্থার অবনতি হলে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের জানান রক্ত লাগবে। সেই মতো চার প্যাকেট রক্তের জোগাড় করে দেয়। এরপর তাদের রোগী মারা গেলেও কর্তৃপক্ষ তাদের কিছু বলেনি। বিকেল পাঁচটা নাগাদ তারা জানতে পারেন তাদের রোগী মারা গেছে। এরপরই আত্মীয়-স্বজনরা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায়।

কেষ্ট 'ঘনিষ্ঠ'র ফ্ল্যাটে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া থানা এলাকার রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেনের শান্তিকুঞ্জ আবাসনের সি ব্লকে হানা ইডি'র। জানা গেছে, অনুব্রত 'ঘনিষ্ঠ' মনোজ কুমার মাহনোতে'র ফ্ল্যাটে মঙ্গলবার দুপুরে ইডি হানা দেয়। সূত্র মারফত জানা গেছে, তিনি পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এদিন দুপুর ১২:৩০টা নাগাদ সাতজনের একটি দল সেখানে হানা দেন। তিনি অনুব্রত'র 'ঘনিষ্ঠ' ছিলেন। চার মাস আগেও এখানে ইডি হানা দিয়েছিল।

এবার নদী দখল করে হল রেস্তোরাঁ, দোকান

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ধূপগুড়ি পুরসভার এক প্রান্তে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বামনি ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের কোল ঘেঁষে নদীর বুকে কংক্রিটের কাঠামো গড়ে চলছে রেস্তোরা। আপাতত কংক্রিকেটের ছাদ দিয়ে রেস্তোরার ফুট প্যাভেলিয়ন গড়ে সেখানে মাঝেমধ্যেই আয়োজন হচ্ছে নানা পার্টি ও খানাপিনার আয়োজন। প্রকাশ্যে এসব হলেও তা নিয়ে মাথাব্যথা দূরের কথা ন্যূনতম হেলদোলও নেই ধূপগুড়ি পুর কতৃপক্ষের। রেস্তোরাঁর মালিক এলাকায় অর্থবান এবং শাসকদল ঘনিষ্ট বলে পরিচিত হওয়ায় চোখে দেখেও নদী দখল নিয়ে মুখ খুলতে চাননা কেউই। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক স্থায়ী এক দোকানদার বলেন, গোটা শহরে অনেকেই পূর্ত দপ্তরের জায়গায় দোকান করে দিন চালান। তাই বলে নদীটাকে ছাড়া হবেনা এটা কি ধরণের কথা। একেবারে ব্রিজ ঘেঁষা ঐ নির্মাণের ফলে নদী এবং ব্রীজের গোড়া দুইয়েরই ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া ঐ ধরণের নির্মাণ মোটেও সুরক্ষিত নয়। পুরসভা কিভাবে এর অনুমোদন দিল তা জানা নেই। পুরসভার অনুমোদন ছাড়া কংক্রিটের কাঠামো কিভাবে গড়ে উঠলো তা নিয়ে প্রশ্ন ঘুরছে এলাকার সর্বত্র। এ বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী মোহাম্মদ হানিফ বলেন, সব জায়গায় নদী দখল করে বাড়ি ঘর তৈরি হচ্ছে আমি দোকান করেছি তাতে কি। এটা শেষ দপ্তরের জায়গা নয়, এটা পূর্ত দফতরের জায়গা। আমি নদীর উপরে কোন দোকান ঘর তৈরি করিনি।
এই ইস্যুতে শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিরোধী দলের নেতা চন্দন দত্ত বলেন, এরা শহরটাকে জবরদখলের খাসতালুক বানিয়ে ফেলেছে। তৃণমূল করলেই সমস্ত রকমের অনিয়ম করার লাইসেন্স পাওয়া যাচ্ছে। শহরের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত বামনী নদীও এদের হাত থেকে রক্ষা পেলো না। বিরোধিদের এই করা অবস্থানের পাশাপাশি শহরের একাধিক পরিবেশপ্রেমী সংস্থার তরফ থেকেও নদী দখল করা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এবিষয়ে পুরসভার পাশাপাশি সেচ দপ্তর এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কেন নিশ্চুপ তা বিস্ময়ের।

শান্তিপুরে রাস্তার বেহাল অবস্থা, অতিষ্ঠ জনগণ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গুলির চেহারা এখন কঙ্কাল সার, নিত্যদিনের যাতায়াতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যানবাহন চালক থেকে শুরু করে হাসপাতালে যাওয়া রোগী পরিবার স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রী থেকে পথচারীরা। হ্যাঁ, এমনই অবস্থা শান্তিপুর পৌরসভা এলাকার ২৪টি ওয়ার্ডের। জানা যায় গত কয়েক মাস আগে ২৪টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে রাস্তা খুঁড়ে পানীয় জলের লাইন পৌঁছে দেওয়া হয় শান্তিপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে। যদিও রাস্তার যে অংশগুলি খোঁড়া হয় সেগুলি পরিপূর্ণ করা হয় না, আর সেখান থেকেই রাস্তার অবস্থা আরো বেহাল রূপ নেয়। সাধারণ মানুষের চলাফেরা করতে এখন দায় হয়ে উঠেছে, যদিও দুর্ঘটনার সংখ্যাটাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে শান্তিপুর শহরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার অবস্থা একই, এ যেন কঙ্কাল সার পরিস্থিতি। শান্তিপুর হাসপাতাল থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা বেহাল, জরুরী ক্ষেত্রে হাসপাতালে পৌঁছতে সময় লাগছে দীর্ঘক্ষন, আর যানবাহনের ঝাকিতে অসুস্থ হয়ে পড়ছে রোগীরা। চালকরা জানাচ্ছেন, শুধু জনজীবন অতিষ্ঠ উঠছে না ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে যানবাহনের। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না পৌরসভা, তারা চাইছেন অবিলম্বে রাস্তা গুলির সংস্কারের কাজ শুরু হোক। তবে পৌরসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন শান্তিপুরের রাস উৎসবের আগেই রাস্তাগুলি ঠিক করবেন তিনি। তবে বেশিরভাগ রাস্তার খানাখন্দ গুলি কোনরকম ভাবে মেরামতির কাজ চলছে। একাংশ মানুষের দাবী, এ কতদিন আবার তো যেমন তেমনি হয়ে যাবে। যদিও গোটা শান্তিপুর শহরের রাস্তার পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধীরা শুধু রাস্তা নয়, পৌরসভার একাধিক কার্যকলাপ নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেয় বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা।

ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব রাখা উচিত নয়: মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে জামিয়াতে উলামা মাগরিবে বাংলার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সরব হলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি ও রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী । এ দিন তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যুদ্ধকামীদের অশান্তি সৃষ্টিকারী যেকোনো প্ররোচনায় প্রভাবিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে ইসরাইল এবং ইসরাইলি সমর্থনদের উদ্দেশ্যে কড়া সমালোচনা করেন। ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের হামলার বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে সিদ্দিকুল্লা বলেন লড়াইটা এখন আর দেশের সঙ্গে দেশের নয় বরং ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানের ক্ষতি করায় ইসরাইলের উদ্দেশ্য। ভারত সরকারের ইসরাইলি প্রীতির কথা তুলে ধরে সিদ্দিকুল্লা বলেন, বর্তমানে ইসরাইলের দ্বারা অসংগঠিত গণহত্যা এবং অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন, ভারত সরকারের দ্বিচারিতা দেশ ও পৃথিবীকে বোকা বানানোর বিচার বুদ্ধিকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী এদিন আরও বলেন, ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব রাখা উচিত নয়, রাষ্ট্রসংঘে চুপ না থেকে ভারত ভোটদানে অংশ নিতে পারত। পাশাপাশি আরব দেশের আরব দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মজবুত হওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন । এদিন আমেরিকাকে নাটের গুরু বলেও কটাক্ষ করেন সিদ্দিকুল্লা। অন্যদিকে ফিলিস্তিন গাজা ওয়েস্ট ব্যাংকের সঙ্গে থাকার কথা বলেছে জামিয়াতে উলামা। 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আগামী ৬ই নভেম্বর সোমবার টিপু সুলতান মসজিদের সামনে থেকে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের ঘোষণা করেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে এবং ভারত সরকারের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে সচেতন করতেই এই মিছিল বাংলা তথা দেশের মানুষকে সচেতন করবে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। তীব্র নিন্দা জানিয়ে সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, ইসরাইল যেভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছে তা মানবতাবিরোধী। এটা অমানবিক, যুদ্ধাপরাধ।

রাজ্যের শিক্ষা নীতি নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ এসআইও নেতৃত্বের

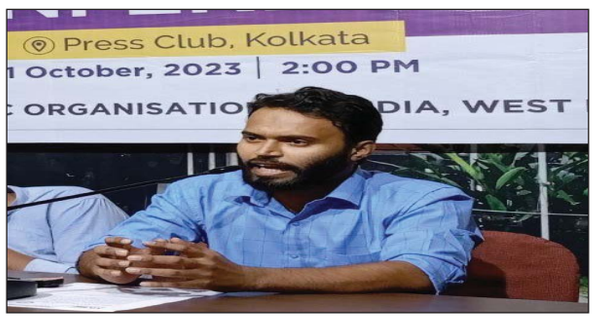

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বেহাল দশা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একদিকে শিক্ষক পদে নিয়োগে পাহাড় সমান দুর্নীতি, আর অন্যদিকে শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার পরিবেশ ভূলুণ্ঠিত। এমতাবস্থায় স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ শাখা শিক্ষায় সম-অধিকার, শিক্ষার সহজলভ্যতা এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণের দাবি জানাল। সংগঠন মনে করে যে, বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত করা হয়েছে। শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করে যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করা হয়েছে অপরদিকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আসন সংখ্যা পূরণ হচ্ছে না। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাইদ মামুন বলেন, একদিকে স্কুলগুলো যোগ্য শিক্ষকের অভাবে ভুগছে, অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার বানিজ্যিকিকরণ চলছে।
এইদিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে করোনা পরবর্তী সময়ে রাজ্যজুড়ে স্কুলছুট বৃদ্ধির জন্য সরকারি উদাসীনতাকে দায়ী করেন সাইদ মামুন। জামাআতে ইসলামী হিন্দের সম্পাদক শাদাব মাসুম বলেন, শিক্ষাঙ্গনে ধর্মীয় বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। হিজাব পরার জন্য নার্সিং পড়ুয়ারা মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে।
তিনি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকাঠামোর ভগ্নপ্রায় দশার জন্য সংখ্যালঘু দপ্তরের সমালোচনা করেন। সাইদ মামুন জাতীয় ও রাজ্যের শিক্ষা নীতির সমালোচনায় বলেন বলেন, "শিক্ষা নীতিতে শিক্ষায় সমঅধিকার ও নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অভাব লক্ষ্য করা যায়।"
তিনি আরও বলেন, "মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণার তিনবছর পরেও স্থায়ী ভিসি, পরীক্ষক ও অধ্যাপক নিয়োগ সম্ভব হলো না, পরিকল্পিত ভাবে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে পঙ্গু করার প্রচেষ্টা চলছে।" সাধারণ জনগণকে সচেতন এবং সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আর্জি জানিয়ে এসআই যেসব দাবি তুলেছে সেগুলি হল,
১) এসএসসি, এমএসসি, সিএসসি, পিএসসি ও প্রাইমারিসহ অন্যান্য চাকরির শূন্যপদ পূরণে নিয়মিত ও দুর্নীতি মুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যাবস্থা করতে হবে।
২) চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিস্পত্তি করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
৩) শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষন নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪) মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজ্য ঘোষিত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
৫) উৎসশ্রীসহ প্রকল্পের পূর্নমূল্যায়ন করতে হবে।
৭) শিক্ষাঙ্গনে ধর্মীয় বৈষম্য দূর করতে হবে।
৮) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ ভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করতে হবে।
৯) রাজ্যে ছাত্র-যুবকদের যোগ্যতানুযায়ী স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
১০) প্রতিবছর জব ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
১১) অবিলম্বে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনোরিটি স্ট্যাটাস আইনগতভাবে সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।
১২) জাতীয় ও রাজ্যের শিক্ষা নীতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।
১৩) হোস্টেলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সহজলভ্য করতে হবে।

ভোটার লিস্ট সংশোধন নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: মঙ্গলবার কলকাতায় দুপুর ৩ টে থেকে শুরু হল সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচী ২০২৪ এর সর্বদল বৈঠক । তৃণমূলের তরফে সুব্রত বক্সী ও অরূপ বিশ্বাস সহ বিভিন্ন দলের নেতৃত্বরা উপস্থিত রয়েছেন এই বৈঠকে।
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের এই বৈঠকে যোগ দেন দুই প্রতিনিধি আশুতোষ চ্যাটার্জী ও অসিত মিত্র।সিপিএম প্রতিনিধি হয়ে বৈঠকে যোগ দেন রবিন দেব। বিজেপির পক্ষ থেকেও দুজন প্রতিনিধি এই বৈঠকে আসেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন সহ একাধিক বিষয় এই বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে। প্রত্যেক দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিরা ত্রুটি হীন ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে তা প্রকাশ করার পক্ষে বক্তব্য পেশ করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কালোবাজারি বিশ্বকাপের টিকিট, ধৃত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শহরে আইসিসি বিশ্বকাপ ২০২৩ এর ভারত বনাম সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট কালোবাজারি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম অঙ্কিত আগরওয়াল। বয়স মাত্র ৩২। গোপন খবরের ভিত্তিতে নেতাজি সুভাষ রোডে গ্লিন্ডার হাউস থেকে আগামী ৫ নভেম্বর ইডেন উদ্যানে ভারত বনাম আফ্রিকার ম্যাচের একাধিক টিকিট আটক করে পুলিশ। জানা গেছে, প্রতিটি টিকিটের মূল্য ছিল আড়াই হাজার টাকা। সেই টিকিট ১১ হাজার টাকা করে কালোবাজারি দরে বিক্রি করা হচ্ছিল। মোট কুড়িটি টিকিট পুলিশ আটক করেছে অঙ্কিত আগারওয়াল এর কাছ থেকে। তার বাড়ি নিউ আলিপুরে।

অ্যাসিড মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

নকীবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: পরিকল্পিতভাবে প্রেমিকাকে ঘুরতে আনার নাম করে অ্যাসিড মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবার থানার হুগলি নদী তীরবর্তী এলাকায়।
জানা যায়, বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জের বাসিন্দা সেখ শাহরুখ তার প্রেমিকাকে নিয়ে মঙ্গল বার ডায়মন্ড হারবার ঘুরতে আসেন। এরপরেই প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে রাস্তায় অ্যাসিড ছুড়ে মারেন ওই যুবক। ঘটনার জেরে আহত হন প্রেমিকা ও ওই যুবক। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও মিঠুন কুমার দে বলেন, নির্যাতিতা মহিলা মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা বেশ কিছুদিন ধরে অভিযুক্ত যুবকের সাথে লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন। এরপরেই ওই যুবক মহিলার একাধিক সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তাকে ডায়মন্ড হারবার ডেকে এনে তার উপর অ্যাসিড হামলা করে।

ধান জমিতে বুনো হাতির ব্যাপক তাণ্ডব

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাতের অন্ধকারে সবজি এবং ধান জমিতে বুনোহাতির তাণ্ডব ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে কৃষকরা , বনদপ্তরের গাফিলতিকেই দায়ী করছেন কৃষকরা ।
রাতের অন্ধকারে বুনোহাতির তাণ্ডবে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে সবজি ও ধান চাষীরা । সোনামুখী রেঞ্জের পাথরা এলাকার ঘটনা । যেভাবে তাদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে তাতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আগামী দিনে কিভাবে সংসার চালাবেন তাই ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে তাদের । পাশাপাশি সন্ধ্যা হলেই গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে এলাকার সাধারণ মানুষদের । স্থানীয় কৃষকদের দাবি , প্রায় একশ বিঘা ধান জমি ক্ষতির মুখে পড়েছে পাশাপাশি বিঘার পর বিঘা সবজি জমিতেও রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালায় ২০ থেকে ২৫ টি বুনোহাতির একটি দল । স্থানীয় কৃষকদের দাবি প্রতিবছর বুনোহাতির তাণ্ডবে তাদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় কিন্তু যে পরিমাণ ক্ষতি হয় সেই পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ তাদের মেলে না।

বিভিন্ন যুগের ১০০টি ভিন্ন লিপিতে গণিত চিহ্ন লিখে রেকর্ড ভাস্করের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোদপুর

আপনজন: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সোদপুর, নাটাগড়, মহেন্দ্রনগরের বাসিন্দা ভাস্কর পাল গাণিতিক সংখ্যাগুলিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের ১০০ টি ভিন্ন লিপিতে লিখে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বুক অফ রেকর্ডস তাঁর এই কৃতিত্বকে বিশ্বরেকর্ড হিসেবে নথিভুক্ত করে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ভাস্কর পাল সুন্দরবনের সন্দেশখালির সুকদোয়ানী গাববেড়িয়া দয়ালচাঁদ বিদ্যাপীঠের গণিত শিক্ষক। গণিত বিষয়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের গাণিতিক লিপি সংগ্রহ করে, সেগুলি লেখার বিষয়ে দক্ষতা তৈরি করেন। একনিষ্ঠ শ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রাচীন গ্রীস, রোম, পারস্য, মিশর, চীন, ব্যাবিলন, সুমেরীয়, মায়া সভ্যতা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, ওড়িয়া, গুজরাতি, পাঞ্জাবী, মণিপুরী, লেপচাসহ ১০০ টি ভিন্ন লিপিতে গাণিতিক সংখ্যাগুলিকে তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন। গণিতচর্চার ইতিহাসে এমন কৃতিত্ব বিশ্বে এই প্রথম। এ বিষয়ে ভাস্কর পাল বলেন, নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গণিত বিষয়ে আরও উৎসাহিত করতে আমি এই উদ্যোগ গ্রহণ করি। পাশাপাশি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের সম্মান বৃদ্ধির বিষয়টি আমার মাথায় ছিল। ছাত্রজীবন থেকেই ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনকে নিজের গুরু বলে মানতাম। তাঁর আদর্শেই এগিয়ে চলেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করি। লিপি হল যেকোনো দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক উপাদান।

রাজ্যে শিল্প ধ্বংস হয়েছে, স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে যুবকদের: সুজন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: তৃণমূলের যত বড় নেতা তত বড় চোর। মেয়ের নামে, স্ত্রীর নামে, বান্ধবীর নামে কোটি কোটি টাকা, সম্পত্তি। তৃণমূল সংগঠিত অপরাধ করেছে। মঙ্গলবার তমলুকের কুলবেড়িয়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। এদিন পার্টির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কেন্দ্রে একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সভার শেষে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী গ্রেফতার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুজন চক্রবর্তী বলেন, "এই যা কিছু দুর্নীতি চলছে এর সব কিছুই পরিচালনা হয়েছে কালীঘাট থেকে। মমতা ব্যানার্জি সবটাই জানেন। উনিই দায়ী এই সব কিছুর জন্য। মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন দশ কোটি মানুষকে রেশন দেন। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা সাড়ে নয় কোটির কাছাকাছি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কোন যোগ্যতায় বলেছিলেন ১০ কোটি মানুষকে রেশন দেন? আসল সত্যিটা হলো এ রাজ্যে সাত কোটির কিছু বেশি মানুষ রেশন দ্রব্য পায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রতি সপ্তাহে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের নামে রেশন দ্রব্য চুরি করেছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্য সচিব এর সব কিছু জানেন। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক খাদ্যমন্ত্রী ছিল তাকে দিয়েই এটা করানো হয়েছিল। এটা সম্মিলিত সংগঠিত অপরাধ। শুধু খাদ্য নয় সমস্ত ক্ষেত্র, পুর নিয়োগ, স্বাস্থ্য, পিএসসি, এসএসসি, টেট, প্রাইমারি, পঞ্চায়েত দপ্তর, সরকারি প্রকল্প যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই দুর্নীতি আর লুট করেছে তৃণমূল।" ট্রাইব্যুনালের রায়ে টাটা গ্রুপকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রসঙ্গে সৃজন চক্রবর্তী বলেন, "এ রাজ্যের বর্তমান সরকার চলছে একজনের জেদ আর ঔদ্ধত্যে। সেজন্য রাজ্যবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাজ্যে শিল্প ধ্বংস হয়েছে, যুবকের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, টাটাকে সিঙ্গুর থেকে তুলে নরেন্দ্র মোদির কাছে ভেট দেওয়া ছিল তৃণমূলের লক্ষ্য। তৃণমূলের রাজত্বে রাজ্যবাসী কি পেল? এই প্রশ্নটাই তো এখন প্রধান। রাজ্য সরকার ট্রাইবুনালে জিততেই চায়নি।:

মঙ্গলকোটের বিডিওকে বিদায়ী সংবর্ধনা

সম্প্রীতি মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লক অফিসে সদ্য বদলী প্রাপ্ত বিডিওর বিদায় সম্বর্ধনা সভা হল। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, বিধায়ক আইসি, প্রমুখ।
মঙ্গলকোট ব্লকের বিডিও জগদীশচন্দ্র বাড়ুই বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন হুগলির দাদপুর ব্লকে। এদিন মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতি পক্ষ থেকে বিদায়ী সম্বর্ধনা জানানো হল বিডিও জগদীশচন্দ্র বারুইকে। এদিনের সংবর্ধনা সভায় অন্যনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী মঙ্গলকোট থানার আইসি পিন্টু মুখার্জি, মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি সহ সমস্ত কর্মদক্ষ, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান। স্থানীয় বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী বলেন, টানা ৩ বছর বিডিও জগদীশচন্দ্র বাড়ুই যেমন প্রশাসনিক কাজ করতেন তেমনি বিভিন্ন সামাজিক নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন'।

প্রথম নজর

মাত্র পাঁচ মাসে পবিত্র কুরআনের হাফেজ হয়ে তাক লাগালেন সুমাইয়া

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: মাত্র পাঁচ মাসে পবিত্র কুরআনের হাফেজ হয়ে তাক লাগালেন সুমাইয়া খাতুন ।
সংবর্ধনা ও পুরস্কৃত করা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। কিন্তু কিভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে পুরো কুরআন মুখস্থ করলো সুমাইয়া, শুনুন সেই কাহিনী।
জানা যায় মুর্শিদাবাদের লালগোলার সদর নশীপুরের রামচন্দ্রপুর হাফসা ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফোর গার্লস এর ছাত্রী সুমাইয়া খাতুন। তার বাড়ি লালগোলা চুয়াপুকুর এলাকায় ।
সুমাইয়া জানায় তার মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গাইড ও নিয়ম নীতি মেনেই তার এ সাফল্য।
হাফসা ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফোর গার্লস প্রতিষ্ঠানটি নিজামিয়া মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার সমন্বয়ে গঠিত। পাশাপাশি রয়েছে হিফজ বিভাগ। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় মিশনের মত করে। আর হিফজ বিভাগেই পড়াশোনা করেই মাত্র পাঁচ মাসে কোরআনের হাফেজ হয়ে তাক লাগিয়েছে সুমাইয়া। তার এই সাফল্যে খুশি হয়ে মঙ্গলবার তাকে পুরস্কৃত করা হয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। পুরস্কৃত করেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধর শাইখ মুহাম্মাদ ইসমাইল মাদানী সাহেব। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সারোয়ার সালাফি সহ অন্যান্য শিক্ষকগণ।
হিফজের পাশাপাশি সুমাইয়া খাতুন হাফসা ইসলামিক ইনস্টিটিউটের সিনিয়র মাদ্রাসার সমন্বয়ে ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী। ২০২৩ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৮.৩৩ % নম্বর পেয়ে লালগোলা ব্লকের মধ্যে প্রথম হয়ে তাক লাগায় সুমাইয়া।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয় আধুনিকতাকে সামনে রেখে নিজামিয়া বিভাগ পরিচালিত হয় আরবি ও সিনিয়র মাদ্রাসার সিলেবাসের সমন্বয়ে। পাশাপাশি সম্পন্ন ব্যতিক্রমী ভাবে পরিচালিত হয় হিফজ বিভাগ। ফলে ছাত্রীদের লুকিয়ে থাকা মেধা দ্রুত প্রকাশিত হয়।

গঙ্গারামপুরের বিডিও হলেন অর্পিতা ঘোষাল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের বিডিও হিসাবে দায়িত্ব নিলেন অর্পিতা ঘোষাল। দাওয়া শেরপার পর কয়েক বছরের ব্যবধানে গঙ্গারামপুর ব্লকে বিডিও হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অর্পিতা ঘোষাল।
এদিন গঙ্গারামপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।
উল্লেখ্য, পুজোর মুখে বড়সড় রদবদল করা হয় রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে। রাজ্যের একাধিক ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের বদলির নির্দেশ জারি করা হয় নবান্নের তরফে। সেখানেই গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দায়িত্ব দেয়া হয় অর্পিতা ঘোষাল কে। ২০২১ ব্যাচের এই ডব্লিউবিসিএস অফিসার এর আগে মালদা সদরের ডিএমডিসি পদে ছিলেন।
অন্যদিকে, দাওয়া শেরপা কে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর ১ ব্লকের বিডিও করে পাঠানো হয়েছে।

মাদ্রাসা পর্ষদের সভা

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের প্রধান কার্যালয় সল্টলেকের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভবনে পর্ষদের সভাপতি ডঃ আবু তাহের কামরুদ্দিনের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা আবিদ হোসেন,বোর্ডের দীর্ঘদিনের সদস্য একেএম ফারহাদ,অন্যতম সদস্য বিধায়ক ইমানী বিশ্বাস, বিধায়ক রহিমা মন্ডল, সচিব সেখ আব্দুল মান্নাফ আলী,উপসচিব ডঃ আজিজার রহমান,সাবানা সামিম,সদস্য হাজী আনসার আলী,আসরাফ আলী, সাকিলুর রহমান,মোজাফফর হোসেন,আরমান আনসারি প্রমুখ।

Notice Inviting e-Tender

Under designated has invite e-tender for (03) nos scheme under 15th FC Tide.
Details are available at https://wbtenders.gov.in

Prodhan
Kaijuri Gram Panchayat
Swarupnagar Development Office
Swarupnagar, North 24 Parganas

পাগলা কুকুরের কামড়ে জখম ৪০ জন, লাঠি হাতে কাউন্সিলর

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পাগলা কুকুর। একের পর এক মানুষকে কামড়ে, আঁচড়ে চলেছে সেই সারমেয়টি। গুরুতর জখম হয়েছেন প্রায় ৪০ জন। আতঙ্কে দিন গুনছে এলাকার মানুষজন। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মৈত্র বাগান এলাকার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে একটি পাগলা কুকুর স্থানীয় বাসিন্দা সহ পথ চলতি মানুষকে হঠাৎ ছুটে এসে কামড়ে দিচ্ছে। ওই এলাকা দিয়ে গেলেই আচঁড়ে,কামড়ে মারাত্মক জখম করছে কুকুরটি। আহতদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে বসিরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সম্প্রতি বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলর ভাস্কর মিত্রকে জানান এলাকাবাসীরা। ভাস্করবাবু খবর দেয় বনদফতরকে। কিন্তু বনদফতর জানায় যে এটি তাঁদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তাই এই সমস্যা সমাধানে তাদের কিছুই করণীয় নেই। এরপরই কাউন্সিলার সহ বেশ কিছু লোকজন হাতে লাঠি ও নেট জাল নিয়ে সেই পাগলা কুকুরটির সন্ধানে বের হয়। যদিও এখনও সামমেয়টিকে ধরতে পারেননি তাঁরা। এদিকে এত মানুষকে কামড়ের খবরে ছড়িয়ে পড়ায় তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। রীতিমতো বাড়ি থেকে বেরোতেই ভয় পাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। স্থানীয় কাউন্সিলর ভাস্কর বাবু বলেন, 'আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম এটা পৌরসভার বিষয়। পৌরসভাকে জানানোর পর আমাকে বন দফতরকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। বন দফতরকে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে পৌরসভার পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। অসংখ্য মানুষকে যেমন কামড়েছে, তেমন অসংখ্য কুকুরকেও কামড়েছে। আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা বসিরহাটের বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠনরের সঙ্গে কথা বলেছি। কুকুরটিকে যাতে ধরার বন্দোবস্ত করা যায়। সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।' স্থানীয় বাসিন্দা সুজাতা মন্ডল বলেন,'এখনও অবধি এলাকার ৪০ থেকে ৫০ জনকে কামড়েছে। আমরা ভীষণ আতঙ্কে রয়েছি। আমরা চাই বন দফতর বা স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত কুকুরটিকে ধরার বন্দোবস্ত করবে।'

কেশপুরের বিদায়ী বিডিওকে সংবর্ধনা

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: রাজ্যজুড়ে এক সঙ্গে পাঁচ শতাধিক আমলা - আধিকারিকের বদলীর আদেশ জারি হয়েছিলো পুজোর আগেই। পুজোর ছুটি কাটার পর অর্থাৎ লক্ষী পূজা কাটার পর বেশিরভাগ আমলা আধিকারিকগণ নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগদান শুরু করেছেন। তার অন্যথা হলো না কেশপুরের বিডিও দীপক কুমার ঘোষের।
কেশপুর ব্লকের বিডিও দীপক কুমার ঘোষ যোগদান করলেন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি তিন নম্বর ব্লকে।সোমবার সকাল থেকেই বিদায়ী বিডিও শ্রী দীপক কুমার ঘোষকে সম্বর্ধনা দিলো সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন, বিডিও অফিসের স্টাফগণ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়া। বিদায়ী বিডিও দীপক কুমার ঘোষ বলেন কেশপুর আমার কাছে একটা প্রাণের জায়গা ।সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আমাদেরকে বদলি হতে হবে কিন্তু কেশপুরের মানুষের কাছে যে ভালোবাসা পেয়েছি তা মনে রাখার মত। তিনি আরো বলেন সমস্ত কিছু উজাড় করে সাধারণ মানুষের কাজ করার চেষ্টা করেছি এবং উন্নয়ন মূলক কাজের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি কোনরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।
কেশপুর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসেনজিৎ নন্দী বলেন, আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, আবেগঘন কণ্ঠে প্রিয় বি.ডি.ও দীপক কুমার ঘোষ কে বিদায় জানতে হচ্ছে। কেশপুর ব্লকে যোগদানের প্রথম দিন থেকেই অভিভাবক হিসাবে অভিজ্ঞতায় মহীরুহ বি.ডি.ও স্যারকে পেয়েছিলাম। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ সর্বদা আমাকে গাইড করার জন্য এবং কর্ম ও কৌশল গুলোকে সহজে আত্মস্থ করানোর জন্য।

দেগঙ্গার নতুন বিডিও হলেন ফাহিম আলম

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: সম্প্রতি রাজ্যে প্রশাসনিকভাবে বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক রদবদল ঘটানো হয়েছে।তারই অঙ্গ হিসাবে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পদেও রদবদল ঘটানো হয়েছে।মঙ্গলবার এই ব্লকের নতুন বি ডি ও হিসাবে যোগ দিলেন ফাহিম আলম।দেগঙ্গায় আসার আগে তিনি বাঁকুড়ার সারেঙ্গা ব্লকের বি ডি ও ছিলেন।দেগঙ্গার বিদায়ী বি ডি ও সুব্রত মল্লিক দেগঙ্গা ব্লকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে হুগলির আরামবাগ ব্লকে বদলি হয়ে গেলেন।
এদিন দেগঙ্গা ব্লকে গিয়ে নতুন বি ডি ও ফাহিম আলমকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি।তিনি বিদায়ী বি ডি ও সুব্রত মল্লিককে পুষ্পস্তবক দিয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানান।মফিদুল হক সাহাজি বলেন,বিদায়ী বি ডি ও সুব্রত মল্লিক দীর্ঘদিন দেগঙ্গার উন্নয়ন করে গিয়েছেন।তিনি যে ব্লকে যাচ্ছেন সেখানেও উন্নয়ন করুন।তিনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে মানুষের কাছে সকলকে নিয়ে আরও বেশি বেশি করে দেগঙ্গার নতুন বি ডি ও ফাহিম আলম পৌঁছে দেবেন এই কামনা করি।

বিনামূল্যে দন্ত পরীক্ষা শিবির

জয়দেব বেরা ● তমলুক

আপনজন: সাথী ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে দন্ত পরীক্ষা শিবির। বিগত বছর গুলির ন্যায় এই বছরও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বৃন্দাবন পুর ও ভৈরবীচক গ্রামের (ভগবানপুর ব্লক-১ ও ভগবানপুর ব্লক-২) সংযোগস্থলে অবস্থিত সাথী ক্লাব লক্ষী মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছিল।উনারা এই বছর হেলথ ক্যাম্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক মূলক অনুষ্ঠান, দুস্থ গরিব মানুষদের শীত বস্ত্র বিতরণ সহ আরও অন্যান্য সমাজকল্যাণ মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করেছিলেন।উনাদের সারা ক্যাম্পাস ছিল সমাজ সচেতন মূলক স্লোগান সহ রঙিন আলোকসজ্জা দিয়ে সজ্জিত।এই বছরে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল আমাদের দেশের গৌরব ভারতের প্রাক্তন বীর সৈনিকদের নিয়ে লক্ষী মায়ের পুজোর প্যান্ডেল উদ্বোধন এর অনুষ্ঠান।যেটি সবার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।এছাড়াও পুজোর দিন সকালে ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডাঃ পিনাকি দা এবং গ্রামীণ চিকিৎসক ডাঃ নন্দগোপাল দাসের সহযোগিতায় বিনামূল্যে দন্ত পরীক্ষা শিবির। তারা জানিয়েছেন, আগামীদিনে আরও অন্যান্য সমাজকল্যাণ মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করবেন।

'রা' প্রকাশনার পুস্তক প্রকাশ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: মঙ্গলবার সল্টলেক রবীন্দ্র ওকাকুরো ভবনে 'শ্রমনা' ত্রৈমাসিক পত্রিকার পঞ্চম বর্ষপূর্তি সভা অনুষ্ঠিত হয়।'রা' প্রকাশনা পরিবারের তরফে এই অনুষ্ঠানে ছিল গল্পপাঠ, বিতর্ক ও বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। সাহিত্যিক সৈয়দ হাসমত জালাল এঁর কাব্যগ্রন্থ 'প্রনয় বিন্দু গুলি',ঐন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায়ের 'অরন্য মন'ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষে 'শ্রমনা' পঁচিশ' সহ এদিন অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয় ।মঞ্জুরীকা ঘোষের রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে সূচনা হয় সভার । আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক সৈয়দ হাসমত জালাল,অধ্যাপক সুচরিতা ভট্টাচার্য। গল্পপাঠ করেন সাহিত্যিক জয়তী রায় ও চুমকি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।কাকলি দত্ত পাল,কল্যান কুন্ডু, চন্দন ঘোষ সহ অনেকেই হাজির ছিলেন সভায়।'রা' প্রকাশনার পক্ষে ধীমান পাল এবং চন্দ্রানী বসু ছাড়াও অন্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খয়রাশোলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: ইসরাইল ও ফিলিস্তিনির যুদ্ধের বিরোধিতা করে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিক্ষোভ,প্রতিবাদ থেকে ধিক্কার সভার পারদ বেড়েই চলেছে।সেইরূপ আজ মঙ্গলবার বীরভূম জেলা জমিয়তে উলেমা হিন্দ খয়রাশোল ব্লক কমিটির ডাকে লোকপুর থানার বারাবন মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ফিলিস্তিনের উপর ইজারায়েলের বর্বরোচিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা জমিয়তে উলেমা হিন্দের সভাপতি মাওলানা আনিসুর রহমান,জেলা সহ সম্পাদক মৌলানা এজাজুল হক, জেলা সাধারণ সম্পাদক মুফতি ফজলুল হক,বর্ধমান জেলা জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইমতিয়াজ আলি, খয়রাশোল ব্লক জমিয়তের সভাপতি হাফিজ মহম্মদ নাসিরউদ্দিন প্রমুখ। এদিনের সভামঞ্চ থেকে বক্তব্যের মাধ্যমে মাওলানা ইমতিয়াজ আলি তার চাঁছাছোলা বক্তব্যে ইহুদীবাদী ইজারায়েলের বর্বরোচিত আক্রমনের বিরুদ্ধে তীব্র সুর চড়ান।তিনি বলেন ফিলিস্তিনের আল আকসা মসজিদ মুসলিমদের আদি তীর্থভুমি ও পবিত্র জায়গা।এটা মুসলিমের অধিকার। ইহুদীবাদী ইসরায়েলের জোরপুর্বক এবং অন্যায়ভাবে দখল করেছে। এটা মূলত ফিলিস্তিনি মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।এই লড়াই এ সারা বিশ্বের মুসলিমদের এগিয়ে আসা উচিৎ। ফিলিস্তিনের এই পবিত্রভুমি দখল মুক্ত না করা পর্যন্ত মুসলিমদের এই লড়াই জারি থাকবে।এই লড়াই আন্দোলনের মাধ্যমে আল আকসা মসজিদ একদিন দখল মুক্ত হবেই হবে। এবিষয়ে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের প্রতি আমাদের পুর্ন সমর্থন ছিল, আছে এবং আগামীতেও থাকবে বলে স্পষ্ট ভাষায় ব্যাক্ত করেন।

বিজয়া সম্মেলন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার রামপুরহাটে।লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে আলোচনা করা হয়।এছাড়াও আগামী ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে আইএনটিটিইউসির ব্যানারে বিজয়া সম্মেলন করার কথা বলেন।উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল ইসলাম ওরফে কাজল শেখ, স্থানীয় রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথ্য রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ডঃ আশীষ ব্যানার্জী, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য,তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহসভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায়,রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি,খয়রাসোল ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি কাঞ্চন দে সহ জেলার সমস্ত ব্লকের আইএনটিটিইউসির সভাপতিগন। এদিন বিজয়া সম্মেলনে যোগদান করতে এসে জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা তৃণমূল জেলা কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ এক সাক্ষাৎকারে বলেন আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে যারা আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে। চিহ্নিত করতে হবে যারা আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছে। তার সাথে চিহ্নিত করতে হবে তাদেরকে যারা ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকেনা তবে ভোটের বাজনা বাজলেই মানুষের পাশে এসে মিথ্যাচার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কখনো অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভোট নেওয়ার চেষ্টা করে। সেই সমস্ত মানুষদের চিহ্নিত করে তাদের মতো জায়গায় পাঠাতে হবে।তবে কোথায় পাঠাতে হবে সেটা পরে বলব। এদিন অনুব্রত মন্ডলের বহুল প্রচলিত শ্লোগান তথা ডাইলগ খেলা হবে ধ্বনি উচ্চারিত হয় কাজল শেখ-এর কণ্ঠে। অন্যদিকে শতাব্দী রায় ও তার সাক্ষাৎকারে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ফলকে না থাকার বিষয়ে বিস্ময়কর প্রকাশ করেন। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ মিনি স্টিল কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন বিষয়টি জানলাম, দেখি কোথায় কি আঁটকে আছে,কার সাথে যোগাযোগ করলে কি হতে পারে সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখব।

প্রধান শিক্ষককে সংবর্ধনা

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: সম্প্রতি বাঁকুড়ার ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:) এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পাঁচ গোপাল আদিত্য মহাশয়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। "প্রণবান্দ শ্রী মদ্ভগবদ্ গীতা অনুশীলন ও প্রচার সমিতি"-র পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত হলেন পাঁচু গোপাল আদিত্য অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহেশপুরের ঐ একই সংস্থার পক্ষ থেকে পাটীত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধর্ম দাস রায় মহাশয়কেও সম্বর্ধনা দেয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক অসীম গুপ্ত, প্রাক্তন শিক্ষক বিশ্ব রূপ দে,তারাপদ বাবু, ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,তপন চক্রবর্তী,বাবলু লোহার, এছাড়াও বিশিষ্ট সমাজ সেবী রাম কমল রক্ষিত প্রমুখ। সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষকদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন পূর্বক অর্পণ করা হয় মানপত্র।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে প্রাণনাশের হুমকি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ জানান শান্তিনিকেতন থানায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অবমান্য করার প্রতিবাদে অবস্থান-বিক্ষোভ আজ পঞ্চম দিন। শান্তিনিকেতন হস্তশিল্প মার্কেটে সামনে আজ মঙ্গল বার সকাল থেকে শুরু হয় ধন্য মঞ্চে কর্মসূচি। এই ধন্যা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের সংসদ অসিত মাল, দুবরাজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউরি, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী ও অন্যান্য তৃণমূলের নেত্র বৃন্দ। তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে উপাচার্যকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন উপাচার্য শান্তিনিকেতন থানায়।

চুরি হয়ে যাওয়া টোটো উদ্ধার করল পুলিশ

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ধূপগুড়ি থানা পুলিশের বড় সফলতা, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে চুরি হয়ে যাওয়া পাঁচটি টোটো উদ্ধার, গ্রেপ্তার হল তিন।দুর্গাপূজোর ঠিক আগেই ধূপগুড়ি শহর সহ থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছিল। ধূপগুড়ি শহরেও বাড়ছিল চোরেদের দৌরাত্ম্য। এমনকি থানার মুখোমুখি এক দোকানেও চুরির ঘটনা ঘঘটেছিল। চুরি হচ্ছিল একের পর এক টোটো। প্রশ্ন উঠছিল পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে।তারপর থেকে এক প্রকার আদা জল খেয়ে অভিযানে নামে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। কালীপূজার আগেই অভিযান চালিয়ে বড়োসড়ো সফলতা পেলো ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চোরের দলের হদিস পান এসআই মোহাম্মদ রাসেল। এরপরেই তার নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হলো চুরি করে বিক্রি হয়ে যাওয়া পাঁচটি টোটো, গ্রেপ্তার হলো তিন চোর। যারা এই চুরির ঘটনা সঙ্গে যুক্ত। ধৃতরা হলে আনারুল হোসেন, বিশ্বজিৎ দে সরকার, বাপ্পা হোসেন।

রেললাইন থেকে মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: রেল লাইনের উপর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। সোমবার সকাল সকাল ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুরে। এখনো পর্যন্ত মৃত ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহ দেখতে পাওয়ার পরেই ঘটনাস্থলে ভিড় করেছেন সাধারণ মানুষ। খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশকে খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে রেল পুলিশ। ভোররাতে ট্রেনের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলেই অনুমান করছেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং রেল কর্মীরা। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে রেল পুলিশ।

ইডেনের গ্যালারিতে ফিলিস্তিনের পতাকা, গ্রেফতার করল পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের ম্যাচে কলকাতার ইডেন গার্ডেনের গ্যালারিতে ঝোলানো হল ফিলিস্তিনের একটি বিশাল পতাকা পতাকা। মাঠে ঢোকার গেটেও উড়ল সেই লাল-কালো-সাদা-সবুজ পতাকা। এর পরেই গ্যালারি থেকে চার জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। ময়দান থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইডেনের ৬ নম্বর গেট থেকে দু'জন এবং ব্লক ডি থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। মনে করা হচ্ছে, ফিলিস্তিনের পতাকা দেখিয়ে গাজ়ায় ইজ়রায়েল হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পরিকল্পনা ছিল ওই দর্শকদের। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারের ম্যাচে ইডেনের মাঠে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বহু নাগরিক। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে হামাস। ২০০-র বেশি নাগরিককে বন্দি করে গাজ়ায় নিয়ে যান তারা। ওই অতর্কিত হামলায় মারা গিয়েছেন প্রায় ১,৪০০ জন। পাল্টা গাজ়ায় হামলা করে ইসরায়েল সেনা। তাতে এখন পর্যন্ত মারা গিয়েছেন অন্তত আট হাজার জন। অর্ধেকেরও বেশি শিশু। গাজায় যুদ্ধ বন্ধের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের ভোটাভুটি থেকে বিরত থেকেছে ভারত। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। এমত পরিস্থিতিতে ইডেনের ম্যাচে ফিলিস্তিনের পতাকা যাতে নতুন কোনো কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে কলকাতা পুলিশ। যে চারজন দর্শককে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং তারা কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিনা সবটাই খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশ।

মেসির হাতেই ব্যালন ডি'অর

আপনজন ডেস্ক: শুধু গুঞ্জন নয়, একরকম নিশ্চিতই ছিল। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমগুলোও আগাম জানিয়ে দিয়েছিল সবকিছু। কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম তো আগেই ব্যালন ডি'অরের ওপর তাঁর মুখও বসিয়ে দিয়েছিল। অপেক্ষাটা তাই ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। সেই ঘোষণাটাই আজ উচ্চারিত হলো প্যারিসের তিয়াটর দু শাতলে। অষ্টমবারের মতো ব্যালন ডি'অর জিতেছেন লিওনেল মেসি। ব্যালন ডি'অর ২০২৩ জেতার দৌড়ে মেসি এবার পেছনে ফেলেছেন ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজীয় তারকা আর্লিং হলান্ড এবং পিএসজির ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে।
সাদা শার্টের ওপর কালো কোট এবং কালো বো টাই পরে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন মেসি। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিন ছেলে ও স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো। লিও লিও ধ্বনির মধ্যে প্রথমে স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে এবং পরে একক ছবিও তোলেন মেসি।
এদিন আইভরি কোস্টের কিংবদন্তি ফুটবলার দিদিয়ের দ্রগবার সঙ্গে পুরস্কার অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ফরাসি সাংবাদিক ও উপস্থাপক স্যান্ডি হেরিবার্ট। ফুটবলের নক্ষত্রদের ভিড়ে আলাদাভাবে দৃষ্টি কেড়েছে টেনিস মহাতারকা নোভাক জোকোভিচের উপস্থিতিও। অনুষ্ঠানে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের কোপা ট্রফি জিতেছেন রিয়াল মাদ্রিদের ইংলিশ তারকা জুড বেলিংহাম। বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন স্প্যানিশ বিশ্বকাপজয়ী নারী ফুটবলার আইতানা বোনামাতি। আর অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলারের পুরস্কার উঠেছে মেসির হাতে। মেসির ৮ম ব্যালন ডি'অর জেতার ঘোষণা দেন ইংলিশ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহাম। মেসির নাম ঘোষণার পর উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান। পুরস্কার পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় মেসি বলেছেন, 'মুহূর্তটা উপভোগের জন্য এখানে আরেকবার উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত।' এ সময় বিশ্বকাপ জেতা নিয়েও নিজের অনুভূতিটা আরেকবার জানান মেসি, 'বিশ্বকাপ জেতাটা ছিল আমার স্বপ্ন। এটা খুবই বিশেষ ব্যাপার ছিল যে, অন্য দেশের মানুষরাও চেয়েছে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতুক।' নিজের অর্জন নিয়ে মেসি আরও বলেছেন, 'আমার এমন ক্যারিয়ার আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি যা অর্জন করেছি তা করার জন্য আমার ভাগ্য দারুণ সুপ্রসন্ন ছিল। আমি বিশ্বের সেরা দলে খেলেছি, ইতিহাসের সেরা দলে খেলেছি। এটা আমার জন্য ট্রফি জেতা এবং ব্যক্তিগত পুরস্কার জেতার কাজটাকে সহজ করেছে।'
গত মৌসুমটা স্বপ্নের মতোই কেটেছে মেসির। মৌসুমটিতে ক্যারিয়ারে একমাত্র অপূর্ণতাটুকুও ঘুচিয়েছেন ইন্টার মায়ামি তারকা। ৩৬ বছর পর মেসির হাত ধরেই বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে টুর্নামেন্টেরে সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। বিশ্বকাপ জিতে নিজের সব চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হওয়ার কথাও বলেছিলেন মেসি।
কিন্তু ভক্ত-সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল বিশ্বকাপ জয়ের বছরে ব্যালন ডি'অরের পুরস্কারটাও মেসির হাতেই উঠুক। প্যারিসে সেই সমর্থকরাই যেন আজ জিতেছেন। নয়তো মেসি তো ব্যালন ডি'অর নিয়ে নিজের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা না থাকার কথা জানিয়েই দিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, 'সত্যি হচ্ছে, এটা নিয়ে আমি অতটা ভাবছি না। যদি পুরস্কারটা পাই, ভালো। আর যদি না পাই, কিছুই আসে যায় না।'
ব্যালন ডি'অর নিয়ে এমন নির্লিপ্ততা কেন, সেই কারণও জানিয়েছেন মেসি, 'আমি আমার ক্যারিয়ারে এটা অনেকবার বলেছি যে ব্যালন ডি'অর গুরুত্বপূর্ণ একটা পুরস্কার। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটা সবচেয়ে সুন্দর পুরস্কার। কিন্তু আমি কখনোই এটাকে অতটা গুরুত্ব দিইনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দলীয় অর্জন।'

বাংলাদেশের শেষ আশা নির্মূল করে দিল পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: ৬ ম্যাচে মাত্র ১ জয় সেমিফাইনালের স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছিল বাংলাদেশের। তবু হিসাব-নিকাশের খেলা ক্রিকেটে সম্ভাবনা জেগে ছিল কাগজ-কলমে। সেটাও আজ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে পাকিস্তান। বাবর আজমদের কাছে ৭ উইকেটের হারে নিজেদের বিশ্বকাপ অবিধানে সম্ভাবনা বলে আর কিছু রইল না বাংলাদেশের।
কলকাতায় আগে ব্যাট করে ২০৪ রান তুলতে পেরেছিল বাংলাদেশ। এই রান যে কত মামুলি ছিল, সেটি বুঝিয়ে দেন পাকিস্তানের ব্যাটাররা। ১০৫ বল হাতে রেখে জেতে তারা। এই জয়ে পাকিস্তানের শেষ চারের সম্ভাবনা টিকে থাকলেও বাংলাদেশের বিশ্বকাপ তো গেলই, সঙ্গে শঙ্কায় আগামী চ্যাপিয়নস ট্রফিতে খেলা।
লক্ষ্য টপকাতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ১২৮ রান এনে দেন পাকিস্তানের দুই ওপেনার আব্দুল্লাহ শফিক ও ফকর জামান। ইনিংসের ২২তম ওভারে ৬৮ করা শফিককে ফেরালেও ম্যাচ বাঁচাতে পারেনি বাংলাদেশ। মিরাজ অবশ্য বল হাতে কিছুটা চাপ তৈরি করতে পেরেছিলেন, শফিকের পর ফেরান ৯ রান করা বাবর ও ৮১ রান করা ফখরকে।
১৬৯ রানে ৩ উইকেট হারানো পাকিস্তান ম্যাচের আনুষ্ঠানিকতা সারে মোহাম্মদ রিজোয়ান ও ইফতেখার আহমেদের ব্যাটে। রিজওয়ান ২৬ ও ইফতেখার ১৭ রানে অপরাজিত থাকেন।
এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশের টপ অর্ডার আজও দাঁড়াতে পারেনি। ২৩ রানের মধ্যে ফিরে যান তানজিদ হাসান (০), নাজমুল হোসেন (৪) ও মুশফিকুর রহিম (৫)। চতুর্থ উইকেটে লিটন দাস ও মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। ৭৯ রান আসে এই জুটি থেকে। লিটন আউট ৪৫ রান করে। তার ৬৪ বলের ইনিংসে ৬ চার।
এরপর মাহমুদের সঙ্গে সাকিব আল হাসানের ২৮ রানের জুটি। স্বপ্নের এক ডেলিভারিতে মাহমুদকে নিজের তৃতীয় শিকার বানান শাহীন শাহ আফ্রিদি। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৬ রান আসে তার ব্যাট থেকে। খানিক পর ৭ রানে আউট হন একাদশে ফেরা তাওহিদ হৃদয়। মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে সাকিবের ৪৫ রানের জুটিতে ২০০ ছাড়ানো সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ। ৬৪ বলে ৪ চারে ৪৩ রান করেন সাকিব। মিরাজ আউট হন ২৫ রানে। ৪৫ ওভার ১ বলে ২০৪ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ।

কলকাতায় ইমরান খানদের প্রিয় বিরিয়ানি খেতে পারবেন না বাবররা

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে বিরিয়ানির রেস্তরাঁ 'সিরাজ'। এই শহরে এসে পা রাখেননি এমন পাকিস্তানি ক্রিকেটার কমই আছে। ইমরান খান, জাভেদ মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম আকরাম, শোয়েব আখতার, শোয়েব মালিকদের প্রিয় রেস্তরাঁ ছিল সিরাজ। কিন্তু এবার সেই রেস্তরাঁর সুস্বাদু বিরিয়ানি মুখে তোলার সুযোগ হচ্ছে না বাবর আজমদের। কারণ, পাকিস্তান দলের একের পর এক হারের সঙ্গে ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়েও চলছে সমালোচনা। পাকিস্তানের ক্রিকেট গ্রেট ওয়াসিম আকরাম তো পাকিস্তান দলের ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে কটাক্ষ করে বলেই ফেলেছেন- 'দেখে তো মনে হয়, তারা প্রতিদিন আট কেজি করে খাসির গোশ্‌ত খায়।' খাওয়া নিয়ে সমালোচনা পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের জন্য নতুন নয়। কিন্তু ৭ বছর পর কলকাতায় পা রেখে নিজেদের প্রিয় বিরিয়ানির দোকানে যাওয়াটাই এখন তাদের জন্য বিষের মতো। হবে না কেন পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরে দল। বাকি তিন ম্যাচ জিততে না পারলে এই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা এখন কঠিন স্বপ্ন। আজ কলকাতার ইডেনে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।
এই ম্যাচে হারলে রেস থেকেই ছিটকে যাবে তারা। আর তাই সিরাজে তো নয়-ই, টিম হোটেলেও বিরিয়ানি মুখে তুলছে না বাবররা! এ নিয়ে মন খারাপ সিরাজ রেস্তরাঁর মালিক ইশতিয়াক আহমেদেরও। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'ওরা এলে পার্ক সার্কাস মোড়ে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেত। এবার সম্ভবত ওরা আসবে না। হ্যাঁ, কলকাতায় এলেই ইমরান খান, মিয়াঁদাদরা এখানে বিরিয়ানি খেতে আসতেন।' পাকিস্তান দল কলকাতায় আসার আগে থেকে শুরু হয় গুঞ্জন এবার কি তারা যাবেন পার্ক স্ট্রিটে সেই বিরিয়ানির দোকানে! ১৯৪১-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সিরাজ রেস্তরাঁ। পাকিস্তান দলের ক্রিকেটাররা সিরাজের উমদা বিরিয়ানি খেতে প্রতিবার যান. সাত বছর আগে শেষ যেবার পাক দল কলকাতায় এসেছিল সেবারও গিয়েছিল এই রেস্তরাঁতে- এমনটাই নিশ্চিত করেন ইশতিয়াক। একেতো হারের বৃত্তে দল বিশ্বকাপে টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ। তার ওপর এবার পাক দলের বিরিয়ানি খাওয়া নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হওয়ায় তারা সেখানে যেতে কুণ্ঠিত। রেস্তরাঁর মালিক ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, 'আসাদ আলী এবং আলী হোসেন নামে দুই শেফ এই রেস্তরাঁ শুরু করেন. ওদের সঙ্গে ছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র খাস রসুইকার এর বংশধর শামসুদ্দিন। মূলত আয়ুধি স্টাইলে এখানে খাবার তৈরি হয়। এখানে এর আগে দমপোক্ত বিরিয়ানি খেয়েছে পাকিস্তান দল।' পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান সিরাজের বিরিয়ানির সবচেয়ে বড় ভক্ত। এই দোকানের মালিক তো ইমরানের বিরিয়ানি খাওয়ার পরের একটি স্মৃতি এখনো ভুলতে পারেননি। সবশেষ ইমরান যখন এখানে এসেছিলেন তার সেই স্মৃতি নিয়ে জানা যায়- ইমরান লখনৌ বিরিয়ানি খেয়ে এতো খুশি হন যে বাবুর্চি খানায় গিয়ে তিনি সবাইকে একশ' রুপি করে বখশিশ দিয়েছিলেন। তবে এবার বাবরদের দুর্ভাগ্য তাদের ক্রিকেট গ্রেটদের স্মৃতির রেস্তরাঁয় যাওয়া হচ্ছে না। তবে যদি পাকিস্তান সেমিফাইনালে শেষ পর্যন্ত যেতে পারে তাহলে কলকাতায় তারা খেলতে আসবে। হয়তো তখনই তাদের একটি সুযোগ থাকবে। তবে কাগজে-কলমে পাকিস্তান দলের যে অবস্থা তাতে সেই স্বপ্নপূরণ হবে কিনা- সেটি ছেড়ে দিতে হবে ভাগ্যের ওপরই।

শাসনের খেলার মাঠ উন্নয়নে নানা কর্মপরিকল্পনা কর্মাধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন ● শাসন
আপনজন: খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল'। বাঙালি বরাবরই ফুটবলপ্রেমী। যতই ক্রিকেটের দাপট থাকুক ফুটবল নিয়ে বাঙালির মনের মনিকোঠায় আলাদা জায়গা আছে। তবে বর্তমানে খেলার মাঠে খুব কম জনকেই দেখা যায়। বদলে স্মার্ট ফোনে বিভিন্ন গেমে বুঁদ হয়ে থাকে ছেলেমেয়েরা। এমন অবস্থায় অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের আবার খেলার মাঠমুখী করার উদ্যোগ নিল উঃ ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার আন্দুলিয়া দক্ষিণ পাড়া যুবক বৃন্দ। উক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানে স্থানীয় ৩৮ নং উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য তথা কর্মাধ্যক্ষ বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন মোবাইল আসক্তি কমিয়ে নবপ্রজন্মকে মাঠমুখি হতে হবে। খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। এলাকার খেলার মাঠ উন্নয়নে একগুচ্ছ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করতে চায় কর্মাধ্যক্ষ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল সমাজসেবী এসরাইল আলি, তৃষ্ণা পাত্র,আব্দুল হাকিম, মীরসাহেব, হাজী রাজ্জাক আলী, সদস্য আজগার আলী, ইয়ানবী মুদি,ক্লাবের পক্ষে অহেদ আলি, সহিদুল ইসলাম, আক্রাম দর্জি, রাকেশ আলি, টুটুল, মহিবুল ইসলাম,নসিবুল প্রমুখ।

২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদির পথ পরিষ্কার হল

আপনজন ডেস্ক: তাহলে কি সৌদি আরবই ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত আয়োজক? ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর এখন সৌদিই এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে একমাত্র প্রার্থী।
বিবিসি জানিয়েছে, বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রার্থিতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিফা ঘোষিত শেষ সময়সীমা ফুরানোর কয়েক ঘণ্টা আগে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে আনুষ্ঠানিক প্রার্থী হিসেবে এখন শুধু সৌদি আরবই টিকে রইল। ফুটবল অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, 'আমরা ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ২০২৬ বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে মরক্কো, স্পেন ও পর্তুগালে। আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়েতেও বিশ্বকাপের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
ফিফা এর আগে জানিয়েছিল, ২০৩৪ বিশ্বকাপ এশিয়া অথবা ওশেনিয়া মহাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। সৌদি আরবের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়াও আগ্রহ প্রকাশ করায় আয়োজক নিয়ে তখন ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলেছিল। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) দেশগুলোর সমর্থন পাওয়া সৌদি আরবের ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতি, নারী অধিকার ইত্যাদি নিয়ে বিশ্বব্যাপী নানা সমালোচনা আছে। গত বছর এক দিনেই ৮১ জনকে হত্যার অভিযোগ আছে সৌদি আরবের বিপক্ষে। দেশের মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকা এবং ইয়েমেনে আগ্রাসন সৌদি আরবকে করে তুলেছে বিতর্কিত।
২০১৮ সালে সাংবাদিক জামাল খাসোগির হত্যাকাণ্ডের পর সৌদি আরব বৈশ্বিকভাবে সমালোচিত হয়। বিশ্বব্যাপী তাদের ইমেজ-সংকটও ব্যাপক।
মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, সৌদি আরব নিজেদের নেতিবাচক ইমেজ আড়াল করার জন্য খেলাধুলাকে ব্যবহার করছে। তারা এটিকে 'স্পোর্টসওয়াশিং' নামও দিয়েছে। গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে কাতারে সর্বশেষ বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছে। কাতার বিশ্বকাপেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তাদের মানবাধিকার রেকর্ডও ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। পাশাপাশি অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে নৃশংস আচরণ, তাদের অধিকার হরণের বিষয়গুলোও সামনে এসেছিল। পশ্চিমা দেশগুলো সমকামিতার বিষয়ে কাতার সরকারের কঠোর মনোভাবেরও প্রতিবাদ করেছিল। যদিও কাতার সাফল্যের সঙ্গেই ২০২২ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে শেষ পর্যন্ত।
সৌদি আরবে ২০৩৪ সালে বিশ্বকাপ আয়োজিত হলে সেটি কাতার বিশ্বকাপের মতোই নভেম্বর-ডিসেম্বর উইন্ডোতে আয়োজিত হতে পারে। কাতারের প্রচণ্ড গরমের কারণেই জুন-জুলাইয়ের বদলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সৌদি আরবেও প্রচণ্ড গরম বড় ইস্যু হয়ে উঠবে।
সৌদি আরবকে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের আলোচনার কেন্দ্রেই এ মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে। গত জানুয়ারিতে গোটা ফুটবল দুনিয়াকে হতবাক করে দিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে দলভুক্ত করে সৌদি প্রো লিগের দল আল নাসর। বাৎসরিক ২০ কোটি ইউরো পারিশ্রমিকে তিনি এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ক্রীড়াবিদ। সৌদি আরবের আরেক ক্লাব আল হিলাল সম্প্রতি দলে ভিড়িয়েছে ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারকে।
আল হিলাল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে দলে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টাও করেছিল। তাঁকে অবিশ্বাস্য অঙ্কের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদিও মেসি শেষ পর্যন্ত যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে। মেসি না গেলেও আল ইতিহাদে যোগ দিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার করিম বেনজেমা ও ফ্রান্সের আরেক তারকা এনগোলা কান্তে। এ ছাড়া আল আহলিতে খেলছেন ব্রাজিলিয়ান ফিরমিনো। আল ইত্তিফাকে খেলছেন ইংলিশ তারকা জর্ডান হেন্ডারসন।

আফগানিস্তান যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের বিপক্ষে হার দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল আফগানিস্তান। এরপর ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচেও হারে তারা। টানা দুই হারের পর আফগানদের ওয়ানডে খেলার মান নিয়ে সমালোচনা হয়েছে বেশ। কিন্তু সেই আফগানিস্তান তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দারুণ চমক উপহার দেয়। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই জয়কে অঘটন ধরা হলেও সেখানেই নিজেদের আটকে রাখেনি আফগানরা। যদিও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ ম্যাচে আবার হার দেখে আফগানিস্তান।
তবে প্রতিবেশী পাকিস্তানকে হারিয়ে আবার জয়ের ধারায় ফেরে আফগানরা। যা তারা ধরে রেখেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও। ৬ ম্যাচ শেষে ৩ জয়ের বিপরীতে আফগানিস্তানের জয় ৩টি। এখন আফগানিস্তানের সেমিফাইনাল-সম্ভাবনা নিয়েও হচ্ছে নানা হিসাব-নিকাশ। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ৫ নম্বরে থাকা আফগানিস্তানের সেমিফাইনালে খেলার পথটা কেমন হতে পারে সেটিই একনজরে দেখে নেওয়া যাক।
এখন কী অবস্থা আফগানিস্তানের আগেই বলা হয়েছে ৬ ম্যাচের ৩টিতে জিতে টেবিলের ৫ নম্বরে আছে আফগানিস্তান। যা কিনা তাদের নিয়ে প্রত্যাশার মাত্রাকেও ছাপিয়ে গেছে। এ মুহূর্তে আফগানিস্তানের ওপরে যে চারটি দল অবস্থান করছে, সেগুলো হলো ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৮।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**